



UTSAV 2020

উৎসব ২০২০

Bengali Association of Dallas Fort Worth
ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থের বাঙালি সংঘ



শরণাগতদীনর্ত পরিব্রাণপরায়ণে ।
সর্বস্যাতিহরে, দেবী নারায়ণী, নমোহস্ততে ।।
O Devi who saves those who worship you
from all pain and illness, we bow to thee!

Modi



BA Executive team (2020-2022)	
President	Subhashish Mondal
Vice President	Uttiya Basu and Debjani Bandopadhyay
Treasurer	Sabyasachi Sanyal
Secretary	Lopamudra Ghosh
Cultural Secretary	Rikhi Majumder
Member At Large	Sunny Anand
Ex-Officio	Aparna Saha
Volunteers List (2020-2021)	
Cultural	Vijay Ghosh, Indraneel Chatterji, Kusumika Ganguly, Lopamudra Guin
Decoration	Indrajoy Majumder, Anirban Ghosh, Debraj Ghosh, Arijit Pal, Soumendu Roy
Food	Aparna Saha
Fund Raising	Sauvik Dey, Arun Mukherjee
Logistics	Tapan Saha
Magazine	Madhuri Basu, Sipra Chatterji, Manas Chakraborty
Pujo	Monty Baidya
Voyagers	Rukmi Chatterjee

Date	Virtual Programs	Viewing Details
October 23 rd	❖ Bodhon, Maha Shashthi ❖ Maha Saptami ❖ Local cultural ❖ Guest artists medley from Kolkata	❖ Live streaming of Pujo from the event center ❖ Web telecast of cultural programs
October 24 th	❖ Maha Ashtami, Anjali, Maha Nabami, Maha Dashami ❖ Local cultural ❖ Guest artists medley from Kolkata	❖ Live streaming of Pujo from the event center ❖ Web telecast of cultural programs
October 25 th	❖ Guest artists medley from Kolkata	❖ Web telecast of cultural programs
October 31 st	❖ Bijoya Dashami – Guest Artist from Kolkata	❖ Live streaming of program from Kolkata

Cover

Ganesh Janani

by Radharani Chatterjee

DURGOTSAV

2020



Inside Cover

Ma Karunamayee

by Amisha Baidya (Nodi)

Table of Contents / সূচীপত্র

Title	Author	Page
President's Message ওঁ নমঃ চন্ডি	সুভাশিষ মন্ডল	5
সম্পাদকীয় – Interesting Times	মাধুরী বসু	6
Snowdrops, শীতফুলেরা	Louise Glück, দুলাল কৃষ্ণ বসু	9
মহালয়া	সিপ্রা চট্টোপাধ্যায়	10
কামরে মে বনধ	শুভা আঢ্য	13
একটি আবেদন	মোনালিসা মজুমদার মিত্র	17
Meghnad Saha	Santosh C. Saha	18
Spring Bloom	Brinda Bannerjee	20
Shantiniketan 1950-1954	Sandip K. Tagore	21
অসমাপ্ত যুদ্ধ, অসমাপ্ত কবিতা	সুবিমল চক্রবর্তী	26
প্রাণের পরশ	শুভা কোকুরো চক্রবর্তী	27
A Lesson from Covid-19	Sati Mukherjee	29
Year 2020	অনিন্দিতা সিনহা	31
The Second Coming, দ্বিতীয় আবির্ভাব	সুবিমল চক্রবর্তী	34
Hatred, ঘৃণা	Wislaw Symborska, দুলাল কৃষ্ণ বসু	35
Rabindranath Tagore and the Bengali Theatre	Santosh C. Saha	37
Durgo Pujo – Ma Aschhen	Mahalakshmi Venkatesh	39
Contentment	Korok Chatterjee	41
হাসি	মাধুরী বসু	41
ভাল থেকে	সুবিমল চক্রবর্তী	42
বোধন	পুলক ঘোষ	43
Authentic Bengali Recipes	Sati Mukherjee	44
Koraishutir Kochuri - Recipe	Shampa Ganguli	48
Children's Section - Ma Durga	Advik Anand	50
ছুটি নয়, ছুটি তাও	স্তুতি ভট্টাচার্য	51
The Cursed Souls	Rishit Anand	52
Drawings	Aniya Sen Paul	55
কুচারা	আরুশি চৌধুরি	56
The Tiger	Amon Sarbadhikari	57
Butchart Gardens	Aalo Chaudhary	58
March Madness	Stuti Bhattacharya	59
Drawings	Aniya Sen Paul	60
Durga	Aadit Sarbadhikari	61

-: ওঁ নমঃ চন্ডি :-



শারদ প্রভাতের সোনালী আলোর গাঙে যখন ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা, শিউলি তোলার ভোরের গন্ধে যখন মন হারিয়ে যায় কোন সুদূরে, মনের অলিন্দে বেজে ওঠে ঢাকের বাদ্যি, নদী-নালায় কিনারে কিনারে ঢেউ খেলে যায় অমল-ধমল কাশের গুচ্ছ, ঠিক তখনই আমরা ফিরে যেতে বাধ্য হই ছোট্ট বেলার সেই নস্টালজিয়ায়। প্রতিটি প্রবাসী বাঙালীর মন কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। অজানিত এক আকুলতা আর উন্মাদনায় নিত্যদিনের কাজে কেমন যেন একটা ভাটা পড়তে থাকে। ... একে একে এগিয়ে আসতে থাকে দুর্গা ভোর। কেউ চাঁদার হুন্ডি নিয়ে ঘুরতে থাকে, কেউ বা ব্যস্ত হয়ে পরে মন্ডপ-সজ্জার কাজে, আবার কেউ কেউ ফুরসৎ হারায় উৎসব-মুখর বাঙালীর সাংস্কৃতিক মহড়ার উন্মাদনায়। আমাদের এই ডালাস-ফোর্ট ওয়ার্থ -এর মাটিতে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে থাকে প্রবাসী বাঙালীর প্রাক-পূজোর পরিবেশ। প্রবাসীদের সব ভেদরেখা মুছে গিয়ে হয়ে পরে এক রঙে একাকার।

সাতসমুদ্র-তেরোনদী পার এই আমেরিকায় পূজোর তিথি-নক্ষত্র ও নিয়ম-বিধি যথাযথ মানা সম্ভব না হলেও সবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও মনের আকুতিতে হাজির হতে থাকে বেল, তুলসী, দুর্বা। দুরাকাঙ্ক্ষিত পদ্মের বিকল্পে সংগৃহীত হয় রাশি রাশি স্থলপদ্ম। মহিষাসুর-মদিনীর কৃপায় জুটেও যায় নবপত্রিকার অসহজলভ্য উপাচারসামগ্রী। ভক্তির আতিশয্যে মৃন্ময়ী মায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে রচিত হয় চিহ্নময়ী মায়ের দুর্গতিনাশিনী রূপ।

অতিমারীর সংকটকালের প্রতিকূলতাকে জয় করে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা মায়ের পূজা ব্যক্তিগত ভাবে না করতে পারলেও আমরা পূজার আবহ বজায় রাখতে "virtual" পূজার আয়োজন করেছি। এবারের অতিথি শিল্পী "পূজোর জলসা" - রচনা ও নির্দেশনা সৌরেন্দ্র ও সৌম্যজিৎ। অংশগ্রহণে কলকাতার বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ, যথা - সৌমিত্র চ্যাটার্জী, পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী, মমতা শংকর ও গ্রুপ, উষা উথুপ, অনিবার্ন, অন্বেষা, সোমলতা, দুর্নিবার ও দোহার। বিজয়াতে লাইভ অনুষ্ঠান - অতিথি শিল্পী কিঞ্জল চ্যাটার্জী। আরো উল্লেখ্য থাকে যে ইতিপূর্বে আমরা এই বৎসর মহালয়া অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করেছি, এবং আশা করি সকলের তা ভালোও লেগেছে।

সকলের ভালোবাসায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক আমাদের ৩৭-তম দুর্গোৎসব। অদম্য উৎসাহ, আর নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা বরণ করে নিই মাতৃ-পরিবারকে। 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' মন্ত্রে মুখরিত হউক ডালাসের আকাশ-বাতাস। ডালাসের অমল সমীর্ণ আমাদের সকলকে কাছাকাছি নিয়ে আসুক। ... নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাক বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নতুনতর বার্তা। সবশেষে এবারের পূজানুষ্ঠানের সকল সদস্য-সদস্যা ও পারদর্শী কলা-কুশলী সুধীজনদের জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

অনেক অনেক ধন্যবাদ —

সুভাষিষ মন্ডল



সম্পাদকীয় - Interesting Times

মাধুরী বসু

শুনেছি Chinese রা কাউকে অভিশাপ দিতে হলে বলে - "May you live in interesting times!" আর যাই হোক, ২০২০ অবশ্যই "interesting times"। বিশেষ করে আমাদের কাছে, যাদের জীবন মোটামুটি গতানুগতিক ভাবে চলেছে, কোনো বড় যুদ্ধ বা মহামারীর সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে বারবারই এইরকম "interesting times" দেখা দিয়েছে।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আজন্ম কাল থেকে একটা টানা পোড়েন চলছে। মানুষ নিজের স্বার্থে প্রকৃতির ঐশ্বর্য লুট করেছে। সমুদ্রতটে, পর্বতের ঢালে, এমনকি মরুভূমিতেও মানুষ বাসা বেঁধেছে। অরণ্য কেটে বসতি তৈরী করেছে। বন্য প্রাণীসংখ্যা, সমুদ্রের মৎস্য ভান্ডার আজ বিপন্ন। প্রকৃতিও নানান ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রকৃতির শক্তি অসীম। বন্যা, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, ভূমিকম্প বার বার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির হেফাজতে আমরা বাস করছি, আমরা পৃথিবীর অতিথি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো বটেই, নতুন সব রোগ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মানুষকে আক্রান্ত করেছে।



মানুষের হাতিয়ার এবং ত্রাণকর্তা Science and Technology। এর জোরেই মানুষ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করে চলেছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগুন আবিষ্কার করে মানুষের জয়যাত্রা শুরু হয়। বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছে, জানতে চেয়েছে। অক্লান্ত চেষ্টায় তারা মানুষের হিতের জন্য নানা ওষুধ, পথ্য আবিষ্কার করেছে। নানা technology প্রয়োগ করে আমাদের জীবনকে করেছে সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়। আবার মানুষই বারবার বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে নিজেদের

এবং সমস্ত প্রাণীকুলের জীবন বিপন্ন করেছে।

ছোটবেলায় মনে আছে পক্স এর টিকা আর TABC ইনজেকশন নিতে হতো। আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্মের পর থেকেই নানা vaccine দেওয়া হয়েছে। তাই এখন measles, mumps, rubella, polio, small pox ইত্যাদি রোগ নির্মূল হয়ে গেছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায়।

মহামারী নতুন কিছু নয়। ইতিহাস জুড়ে বহুবার ভয়াবহ সব রোগ মানুষকে আক্রমণ করেছে। যতদূর জানা যায়, প্রথম মহামারী দেখা দেয় খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩০ সালে Peloponnesian যুদ্ধের সময়। Libya,

Ethiopia ও Egypt কে বিধ্বস্ত করে মারাত্মক রোগ এসে থামে Athens -এ। শোনা যায় শতকরা প্রায় ৬৫ জন Athens বাসী মারা যায় এই ভয়ানক রোগে।

এর পর বহুবার পৃথিবীতে মহামারীর দাপট দেখা গেছে - Black Death বা Bubonic Plague, Cholera, Typhoid ইত্যাদি। অনেকে প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ জয়ী হয়েছে। যতবার প্রকৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে মানুষকে আক্রমণ করেছে, ততবার বৈজ্ঞানিকরা নতুন নতুন উপায়ে তার মোকাবিলা করেছেন। আবিষ্কার হয়েছে antibiotic, নানান ওষুধ ও vaccines.

বেশিরভাগ মহামারী ছড়িয়েছে যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে। Bubonic Plague যদিও ছড়িয়েছিলো Silk Road এ ব্যবসায়ীদের যাতায়াতে - চীন থেকে ভারতবর্ষ ঘুরে ইউরোপে। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫২ এর মধ্যে ৫০ মিলিয়ন-এরও বেশি লোক মারা যায়। কিন্তু এই Plague এর শেষ পর্যন্ত কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় নি, কেবল লোকেদের "quarantine" করে একে আয়ত্তে আনা হয়। একটি মজাদার তথ্য - Plague-এর সময় Venice এ কোনো জাহাজ এলে ৪০ (ইটালিয়ান-এ quaranta) দিন বন্দরে অপেক্ষা করতে হতো। তার থেকেই "quarantine" কথাটি এসেছে।

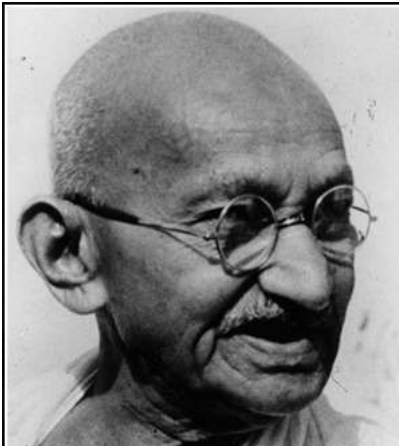
কিন্তু Covid এর জন্য প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যাবে না। Wuhan এর বাজারে পশুপক্ষীদের প্রতি অবজ্ঞা, এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যই Coronavirus মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে, যে virus এর জন্য আজ প্রায় ৩৮০ লক্ষ মানুষ রোগে আক্রান্ত আর ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মৃত। আবার এর মোকাবিলাও করে যাচ্ছি আমরা - বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর technology'র



মাধ্যমে। Technology'র জন্য আমাদের জীবনযাত্রাই পাল্টে গেছে। আজ, এই ২০২০ সালে আমরা কল্পনাই করতে পারিনা মধ্যযুগে বা ১৯১৮-১৯ সালে মহামারীর মধ্যে জীবনযাত্রা কেমন ছিল। আজ আমাদের কাছে cell phone যেন আমাদের হাতেরই একটা অংশ! যে কোন দরকারে, বিপদে আপদে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, যেকোনো লোকের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারি। মধ্যযুগে তো telephone -এর কথাই ওঠে না। ১৯১৮-১৯১৯ এও সারা পৃথিবীতেই টেলিফোন সার্ভিস খুবই সীমিত ছিল। তার ওপর আবার বহু telephone operator flu তে আক্রান্ত হওয়ায় তাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ভেবে দেখুন - বাড়িতে সকলে বন্দি, বেরোনের উপায় নেই! দেখা সাক্ষাৎ তো দূরের কথা, কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলা যেত না। বাচ্চাদেরও স্কুল নেই - TV নেই, ইন্টারনেট নেই! হ্যা, Covid এর জন্য আমাদের জীবনযাত্রা লগুভগু হয়ে গেছে ঠিকই। আগের সব মহামারীর মতো এবারও বহুজন প্রাণ হারিয়েছে, বহু লোকের জীবিকা গেছে। তবুও তো আমরা আমাদের প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ রাখতে

পারছি। শুধু টেলিফোনের মাধ্যমে নয়, Face-Time, Skype, ইত্যাদি সব যুগান্তকারী technologyর মাধ্যমে আমরা সকলকে দেখতে পারছি - "লাইভ!" - ফোন, ট্যাবলেট, বা ল্যাপটপের স্ক্রিন-এ। WiFi এর দরুন বহু লোক চাকরি বজায় রেখে বাড়ি থেকে কাজ করতে পারছেন। মানুষ পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অভিনব সব উপায় বার করে। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছেন, তাই zoom এ ক্লাস হচ্ছে। পূজোর সময় সুদূর কলকাতার থেকে বিশিষ্ট শিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রচার আমরা দেখতে পারব। ২৫ বছর আগেও এসব ভাবাই যেত না।

Corona virus এর ভ্যাকসিন ও ওষুধ মানুষ অবশ্যই আবিষ্কার করবে। কিছুদিন বাদে আবার আমাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকবে। **অবশ্য এর পরের দুর্যোগ বা মহামারী যতদিন না দেখা দেয়।** তবুও নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। মানুষ আবার নতুন সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু আমরা যদি সাবধান না হই, এই পৃথিবী, যে এতদিন ধরে মানুষকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে, সেও একদিন আর আমাদের বহন করতে পারবে না।



There's enough on this planet for
everyone's needs but not for
everyone's greed.

— Mahatma Gandhi —



SNOWDROPS by Louise Glück

In one of her most lauded collections, 'The Wild Iris' (1992), for which Louise Glück was awarded the Pulitzer Prize, she describes the miraculous return of life after winter in the poem 'Snowdrops'.

শীতফুলেরা

লুইজ গ্লাক (২০২০ সনের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী)

বাংলায় ভাবানুবাদ - দুলাল কৃষ্ণ বসু

তোমরা কি জানো আমরা কি ছিলাম?

কিভাবে বেঁচে ছিলাম? হতাশা কাকে বলে? তাহলে বুঝবে, শীতের কঠোরতা কি জিনিস!

সারা পৃথিবীর, পারিপার্শ্বিকের চাপে এমনই দুমড়েমুচড়ে ছিলাম যে, আমরা বাঁচার আশা করতাম না।
আবার জেগে উঠবো, গায়ে সোঁদা মাটির ছোঁয়া পাবো, বসন্তের প্রথম মৃদু আলোয় কি করে সাড়া দিতে
হয়, কুঁড়ি মেলে ধরতে হয়, এসব তো প্রায় ভুলেই গেছিলাম।

ভয়ে ভয়ে তো ছিলামই, কিন্তু শত ঝুঁকি নিয়েও নতুন পৃথিবীর স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা হাওয়ায়, তোমাদের মাঝে
ফিরে এসে আনন্দে কান্না পেয়ে যাচ্ছে।



মহালয়া

সিপ্রা চট্টোপাধ্যায়

পূজোর জন্যে লেখা দিতে হবে। মহালয়া আর আমার ছোটবেলার স্মৃতিতে মহালয়া নিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছে হল।

মহালয়া হল দুটি শব্দের সমন্বয়। মহা আর আলায়। মহা মানে বিশাল আর আলায় মানে বাসস্থান মানে পৃথিবী অর্থাৎ মা দুর্গার পিত্রালয়। দেবীপক্ষের সূচনার আগের অমাবস্যাই মহালয়া নামে খ্যাত। দেবী ওই দিন চার পুত্রকন্যা কে নিয়ে পিত্রালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন। দেবীপক্ষের ষষ্ঠ দিনে মা দুর্গার বোধন হয়। দেবী মাতৃ রূপে পূজিতা হন। তিনি দশভুজা, মহিষমর্দিনী, দশপ্রহরণধারিনী। বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর আর একটি রূপ আছে। তিনি আমাদের আদরিনী কন্যা উমা।

আমাদের ছোট বেলায় বহুরূপীরা কখনো ভৈরব ভৈরবীর বেশে কখনো বা রাজা রানি সেজে আসত। বাড়ী বাড়ী এসে আগমনী গান শোনাত, 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমায় নাকি বড় কেঁদেছে।' 'এবার আমার উমা এলে আর তো উমায় পাঠাব না। আসে যদি মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়, মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।'

আমার মা কাকীমারাও নাড়ু বা মোয়া বানাতে বানাতে আগমনী গানই গাইতেন। বেতার কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে আগমনী গান প্রচারিত হত, 'আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।'



পিতৃপক্ষে সারা পক্ষকাল ধরে বাড়ির পুরুষেরা তাঁদের পূর্ব পুরুষদের কৃষ্ণ তিল ও জল দিয়ে তর্পণ করতেন। যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা গঙ্গা ঘাটে তর্পণ করতে যেতেন। যাঁরা পারতেন না তাঁরা বাড়িতে তর্পণ করতেন।

মহালয়ার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনীর কথা না বলি।

১৯৩১ সালে এই অনুষ্ঠানটি, শ্রদ্ধেয় পঞ্চজকুমার মল্লিকের সংগীত পরিচালনায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্তোত্র পাঠে এবং স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী ও যন্ত্র শিল্পীদের প্রচেষ্টায় মহালয়ার দিন ভোর চারটের সময় বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। ওই দিন সমস্ত কলাকুশলীরা রেডিও স্টেশনে উপস্থিত থেকে সরাসরি প্রচার করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা হয় তারপর থেকে এই রেকর্ডেড অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়ে আসছে।

এত বছর পরে মহালয়ার কথা বলতে গিয়ে কত কথা মনে আসছে আর লিখতে ইচ্ছে করছে। লিখেই ফেলি দু একটা।



আমার জন্মের দুবছর আগে থেকে এই মহালয়া প্রচারিত হচ্ছে কিন্তু আমার খুব ভাল করে মনে পরে ১৯৪২ সাল থেকে। আমার বাবা বিহারের ভাগলপুরে T.N.J. কলেজে Physics এর অধ্যাপক ছিলেন। সাত একর জমির উপর পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত একটা খুব বড় বাড়ী, অনেক ঘরের একটা বিরাট বাড়ি। ইস্ট ব্লকে ৩৫০ আর ওয়েস্ট ব্লকে ৩৫০ করে ছাত্র থাকত। মাঝ খানে কলেজ আর এই কলেজ আর ইস্ট ব্লকের মাঝে ছিল দুটো আর ওয়েস্ট ব্লক আর কলেজ এর মাঝ খানে আরও দুটো বাড়ি। সমস্তটা মিলিয়ে একটা দোতলা, সামনে মস্ত বারান্দা দেওয়া, বিরাট বাড়ী। আরও কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বাড়ি ছিল এই বড় বাড়িটার পিছন দিকে। আর ছিল অধ্যক্ষ ও সহ অধ্যক্ষের কোয়ার্টার। সব সৃদ্ধ ১০/১২ টি বাড়ি।

অন্য অধ্যাপকেরা মাইল তিনেক দূরে শহরে থাকতেন। যাতায়াতের মাধ্যম বলতে সাইকেল বা ঘোড়ার গাড়ী।

কয়েকজন অধ্যাপকের মোটর গাড়ি ও ছিল। আমরা থাকতাম ইস্ট ব্লকের দুটি বাড়ির একটিতে। অন্য তিনটিতেও অধ্যাপকেরাই থাকতেন। আমার বাবার অধ্যাপনা ছিল পেশা কিন্তু নেশা ছিল রেডিও তৈরী করা। কত যে রেডিও বাবা তৈরী করেছিলেন। তখন অনেক বাড়িতে রেডিও থাকত না। আমাদের বাড়িতে দুটো রেডিও ছিল। একটা থাকত ওপরে আর একটা থাকত বসবার ঘরে নীচে। মহালয়ার দিন ভোরে ছাত্ররা, বিশেষ করে বাঙালী ছাত্ররা মাস্টারমশাইদের বাড়িতে যেত মহালয়ার অনুষ্ঠান শুনতে। দাদারা নীচের ঘরে ছাত্রদের সঙ্গে মহালয়া দেখতেন। কলকাতা থেকে relay করা ফুটবল ম্যাচ আর ক্রিকেট ম্যাচের দিনগুলোতেও কিন্তু আসত ওরা রেডিও থেকে relay করা খেলার খবর শুনতে।

১৯৪২ সালের অগাস্ট মাস--- মায়েরা এটাকে লাইন তোলার বছর বলতেন। দেশে তখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন চলছে। বিপ্লবীরা কোথাও রেলের লাইন উপড়ে ফেলছে, বোমা মেরে ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছে কোথাও। সেবার একটা ঘূর্ণি ঝড়ও হয়েছিল। তারপর বন্যা আর মেদিনীপুর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ – সব মিলিয়ে পর্যুদস্ত অবস্থা দেশের। মাঝে মাঝে বড় দাদারা লরিতে করে গান গাইতে গাইতে আসতেন। বাড়ির সামনে এসে চার পাঁচজন মিলে বড় চাদর ধরে গান গাইতেন, 'একমুষ্টি অন্ন শত ছিন্ন বস্ত্র দাও গো জননী তাদের তরে, তারা অভাগিনী তাদের ভগিনী, না খেয়ে বাছনি ক্ষুধায় মরে'। একবার মা কাকিমারা গা থেকে বালা হার খুলে দিয়েছিলেন। পুরনো জামাকাপড়, খাদ্য সামগ্রী তো দিতেনই।



কলেজের ছাদে union Jack আর মিত্র শক্তির পতাকা উড়ত। কলেজের ছাত্ররা ফাঁক পেলেই ছাদে উঠে ব্রিটিশ পতাকার পাশে আমাদের তেরঙা, মাঝখানে চরকা আঁকা, পতাকা উড়িয়ে দিত। মিলিটারি কনভয় কলেজের সামনে দিয়ে যাবার সময়, চোখে পড়লেই, আমাদের পতাকা ছিঁড়ে দিত। ছাত্রদের সঙ্গে মিলিটারিদের একটা চোর পুলিশ খেলা চলত যেন।

সে বছর পূজোতে আমরা অনেকেই নতুন জামা জুতো পাই নি। টাকাটা বন্যা ত্রাণে দেওয়া হয়েছিল। পূজোর আগে কংগ্রেস থেকে অরন্ধনের ডাক দিয়েছিল। সেদিন আমরা, কলেজ কম্পাউন্ডের সকলে, দহিচুড়া খেয়েছিলাম। দাদারা পরে এসে চাল ডাল টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই দুর্দিনের মধ্যেও সে বছর মহালয়া হল, পূজোও হল। সেবারের পরিবেশের সংগে এবছরের পরিবেশের একটা মিল দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। এবারও বিশ্বজোড়া এক মহামারি চলছে। এখানে একটা আন্দোলন ও চলছে। এর মাঝেই কিন্তু সুন্দর করে মহালয়া পালন করা হল প্রার্থনা করি এত প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের virtual দুর্গা পূজো সাফল্যমণ্ডিত হোক।



প্রেম ও সহানুভূতিই একমাত্র পন্থা।
ভালবাসাই একমাত্র উপাসনা।।

- স্বামী বিবেকানন্দ

কামরে মে বনধ

শুভা আঢ়

অস্টিন

গত মার্চ'মাস থেকে ঘরে বন্ধ! --, এক্কেবারে!! --- "চাবি খো গ্যায়া!! এখন " ঘর মে শুধু ---উনি আর আমি"--- "হাম-তুম!" -- "তুমি আমি দুজনাতে"--! বুঝুন কাভ!

উঠতি বয়সে, যখন দেখার ছিল, তখন 'ববি' ছবি দেখার অনুমতি পাইনি। সেজ কাকা দেখে এসে বাড়িতে বলেছিলেন -"ছ্যা ছ্যা, ওসব কেউ দেখে? ওই দুটো ছেলে মেয়ে, এই বয়সে কোথায় লেখা পড়া করবি, তা না ঘরে বন্ধ হয়ে নেচে গেয়ে একসা!! রামো রামো!!- আমাকে আদেশ হয়েছিল, - "সামনে পরীক্ষা, ও সব বাজে কথা না ভেবে পড়াশোনাতে মন দাওগে।" ক্লাসের ভাগ্যবতী বন্ধুদের কাছে ঋষি কাপুরের নাচের বর্ণনা শুনে জিভে জল এসেছিলো, আর সিনেমা বাদ দিয়ে পড়াশোনা করেও, ফল তেমন কার্যকরী না হওয়ার বিড়ম্বনা তো ছিলই।

ছবিটা না দেখলেও, গানটা বিনাকা গীতমালার কল্যাণে কানে এসেছিল। তখন, ওই সেই কোনও এক আদি্য কালে, হয়তো মনে মনে ঋষি কাপুরের মতোই কারো সঙ্গে ঘরে বন্ধ হওয়া দারুন, রোমান্টিক এক দখিন- হাওয়া জাগানো সিচুয়েশন অনুমান করে রোমাঞ্চিতও হয়েছিলাম, তবে এখন, এই এনার সঙ্গে উপপঞ্চাশ বছরের পর --"হাম হামারা, তুম-তুমহারা ব্যাপার! কোথায় দখিন-হাওয়া, এখন, বন্দীগৃহের আবহাওয়া দারুন অগ্নিবানের পরশনে, হামেশাই গরম হয়ে উঠছে। আসামীরা কেউ কাউকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারছেন না। তবে যাবেই বা কোথায়? বন্ধু বান্ধব তো তাদেরই মতো গৃহবন্দী, তার পর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো একদল পেয়াদা, সারাক্ষণ খবরদারী করছে। ছেলে মেয়ে তো আছেই, তাদের খুদে পল্টনরাও, যাঁদের বয়স কুল্লে তিন থেকে ছয়, কিছু কম যান না। কচি কচি গলায় থেকে থেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে,-- সুযোগ পেলেই ভয় দেখাচ্ছে,-- "দাদু, দিদা,--- There is a 'Big Bad' virus outside, with big large green eyes! Don't go out, it will bite you!!

সে আর বলতে? 'Bad virus' কে আমরা সসম্মানে এড়িয়ে চলার সব রকম চেষ্টা করছি কিন্তু সংসার তো থেমে থাকছে না। পেট পুজো, বাজার হাট আছে তো? সে সবার ব্যবস্থা অবশ্য মুখের কথা ফেলতে না ফেলতে হয়ে গেছে। আমাদের দোরগোড়াতেই বাজার এসে যাবে, শুধু সময়মতো দোকানে অর্ডার করলেই হলো। তবে, কি জানেন? ব্যাপারটা শুনতে যত সহজ আসলে তার ফ্যাকড়াও আছে প্রচুর! নিজে দেখে শুনে, সচক্ষে সহস্তু পরখ করে, টিপে টুপে, তার ওজন, গন্ধ ইত্যাদি বিচার করে, কলাটা মুলোটা, থলিতে ঢোকানো আর যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা, কোন না কোন সাহেব, মেমের হাতে আমার বাজারের তালিকা ধরিয়ে দেওয়া, কি এক হলো? আমার কাছে এ এক রকমের মানসিক torture। না, না complicated কিছু নয়, এই গেরস্ত ঘরের আলু, বেগুন, টাইপের সহজ বাজারের লিস্ট করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে। পাতার পর পাতা ছবি আছে তবে আমাদের পছন্দের জিনিসটিকে খুঁজে পাওয়া রবিবারের কাগজে পাত্র-পাত্রীর লিস্ট দেখে ঠিক বর বা কনেটিকে খুঁজে পাওয়ার মতোই চ্যালেঞ্জিং। এর

মধ্যে আবার কর্তাবাবু নাক গলাবেন। এইটা ভালো ওটা নয়,-- এ দিয়ে কি করবে, -- ওটা তো গতবার কিনে পচিয়ে ফেলে দিলে, ইত্যাদি নানান গা জ্বালানো মন্তব্য, কথা কাটাকাটি, খিটিমিটির পর অর্ডার দেওয়া হলো। অনভ্যাস ও অজ্ঞতার দরুন, জিনিসের সংখ্যা বা ওজনটা দিতে একটু আধটু ভুল হয়েছিল। বাজার এলো। আলুর বস্তা ১০পাউন্ড, রাজস্থানের মেয়েদের মাথার কলসীর সাইজের দিশি কুমড়োর সাহেব ভাই, পেপ্পায় একটি butter nut squash, দু বাস্ক ডিম, টমেটো ১টি, party size এর আলু ভাজার প্যাকেট, যাতে আমার পাড়ার সব্বাইকে খাইয়েও বাকি থাকবে!! (এই খানে জনান্তিকে বলে রাখি-- শেষেরটি আমার অগোচরে লিস্টিতে জুড়ে দেওয়া, -- কার কীর্তি সে আপনাই ভেবে নিন!!)

যাগগে, এ তো গেল সাহেবী বাজার। দেশী বাজারের আর এক গল্পো। আমাদের পাড়ার, দেশ থেকে সদ্য আগত দক্ষিণী মিষ্টি বৌটি দয়াপরবশ হয়ে ইন্ডিয়ান বাজার এনে দিলো। বলে ছিলাম সবচেয়ে ছোট প্যাকেট এর চাল, সাদা ময়দা আর একটুখানি আদার টুকরো। এলো বাসমতী চাল ২৫ পাউন্ড, ময়দা ২৫ পাউন্ড, আড়ে বহরে একটা চাটুর সমান সাইজ--আদা! সত্যিই ভয়াবহ! বিশেষ করে আমার হেঁসেলে। দেখে শুনে বাড়ির অন্য সদস্যটি পরামর্শ দিলে, "রুঁধে ফেললে আর থাকবেনা!"---জানি, ঘরে বন্ধ থাকার অবসরে সব্বাই বাহারী নামের রকমারী রান্নার প্রদর্শনী করছেন ফেস বুক এ। কত তার নামের বাহার। আসরমাত চিংড়ী, বাগানসাজ পাঁচ মিশেলি, তাজমহল চিকেন, পদ্মাবতী ইলিশ থেকে তোয়ালে রুটি, চিড়ের মনোহরণ মিষ্টি ছেঁচকি ইত্যাদি, ইত্যাদি। সে যারা করছে তাদের কে আমার সেলাম। বিধাতা আমাকে রন্ধন সম্বন্ধীয় গুনটি দিতে প্রচুর কার্পণ্য করেছেন। আমি রান্নার সঙ্গে কান্না ও রন্ধনের সঙ্গে বন্ধনের বিশেষ যোগাযোগ দেখি ও সেই কারণে যতদূর সম্ভব ওদের থেকে দূরত্ব রেখে চলি। সেই অতি নির্গুণ আমার পক্ষে, ২৫ পাউন্ড চাল, ময়দার সদগতি করার চেয়ে জহর ব্রত করা সহজ। আদা মাটিতে পুঁতে দিলে কি হতে পারে, চিন্তা করছি।



বাজার তো এলো, এবার তাদের পরিচর্যা করার পালা। ঘরে তোলার আগে তাদের দোরের বাইরেই গঙ্গাজল, থুড়ি disinfectant, ছিটিয়ে বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর তেনাদের নাইয়ে ধুইয়ে, শুদদু কাপড়ে মুছে তবে ফ্রিজ এ শোয়াতে হবে। কাজলের টিপ্ পরানো আর শাঁক বাজানোটাই যা বাদ!! ভেবে দেখছিলাম ছেলে পিলে গুলো যখন ছোট ছিল তাদের কোনোদিন এত যত্ন করে চান করিয়েছি কিনা? মনে পড়লোনা, নিজেকে একটু guilty লাগছে। এর মধ্যে কত বাবু বাড়িতে থেকে bore হয়ে কি করবেন ভেবে না পেয়ে বাইরে যাবার বায়না ধরছেন যখন তখন। "না" বললে মেজাজ খাপ্পা। গেলে, আমার আরেক শিরঃপীড়া! পই পই করে হাত ধোয়ার কথা মনে করাও রে, জুতো বাইরে রাখাও রে, জামা কাপড় মেশিনে ফেলাও রে, স্নান করতে পাঠাও রে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বকে ঝকে করালে, এনার মেজাজ তুঙ্গে, না করালে পেয়াদাদের জবাবদিহি করো! খবর পেলে তারা বাবাকে তো আগাগোড়া নতুন করে কোরোনার বাধা বিপত্তির পাঠ পড়াবেই তার পর আমাকে দায়ী করবে ক্রাইম অ্যাসোসিয়েট বলে। জ্বালাতন, পোড়াতন হয়ে গেছি একেবারে, কিন্তু নালিশ করবো কার কাছে? এমন কি তিন বছরের ছোট নাতিটা পর্যন্ত বলে কিনা, - ---"তেকনিকালি, দিদা, ইউ হ্যাভ তু তে ইনসাইড অল দ' তাইম!" 'ট' বলতে পারেনা, এখনো মুখের আড় কাটেনি, বুঝুন ব্যাপার।

কি করি, কি করি, ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হচ্ছে। বন্ধু বিহীন জীবন বড়ই শুষ্ক। দেখা সাক্ষাৎ নেই, "কি খবর" জিজ্ঞেস করার কোনো মানে নেই। আমার যা খবর আর দশ জনেরও তাই। গতকাল যা করেছি, আজও তাই করবো, আগামী কালও। তবে যাদের করার তারা করছে! সুজি পিসিকে আপনারা জানেন তো? ওই যিনি গোল গোল চশমা পরে, করোনার নানা অভিজ্ঞতা WhatsApp এর মাধ্যমে বলে থাকেন? তাঁরই ভাষায় বলি, সবার কি প্রতিভা!! নাচছে! যে যেখানে পারছে। "হাটে নাচছে, ঘাটে নাচছে, খাটে নাচছে। "গাইছে! কচি থেকে বুড়ো সবাই গাইছে। রবীন্দ্র সংগীত থেকে কাওয়ালি গাইছে, খেয়াল থেকে বাউল গাইছে, কবিগান থেকে রক গাইছে। তারপর, লিখছে! লোকে ঝুড়ি ঝুড়ি বই লিখে ফেলছে। প্রেমের গল্প, ভুতের গল্প ফালতু গল্প-- কি নেই? আর - আমি? - সুজি পিসি যেমন বলেছেন --"আমার? কোনো গুন নেই। "আমি বেগুন, আমি ঢ্যাঁড়স!" -- রাঁধতে পারিনা, নাচতেও পারিনা, Facebookএ প্রচার করার মতো কিছুই নেই। তাতে আমার কোনও দুঃখও নেই, শুধু দুঃশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি, ২৫ পাউন্ড ময়দা নিয়ে কি করবো?

বাড়িতে বসে বসে শেকড় গজিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে ফোনাফুনি বেশ হচ্ছিলো এখন তাতে ভাঁটা পড়েছে। আর বলারই বা কি আছে? ঘরের লোকটি সারাক্ষণ কম্পিউটার এর কবলে, নতুন বৌ এর মুখ দেখার মতো পলকহীন তাকিয়ে আছে। সারাদিন কি যে রাজকার্য হচ্ছে খোদায় মালুম। আমি ভাবছি, একটা "করোনা মায়ের পাঁচালী" লিখলে কেমন হয়? Bollywood এর কোন এক অখ্যাত প্রযোজকের কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি করা, "সন্তোষী মা" নামে এক দেবী যদি লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মহিলার আরাধ্যা দেবী হতে পারেন, "করোনা মা" হবেন না কেন? করোনা দেবীর গোল মাথায় কাঁটা কাঁটা মুকুট, গোল গোল দুটি রক্তবর্ণ চোখ, পরনে, চীনের পতাকার মতো হলুদ তারা ছাপ লাল শাড়ী। দেবীর দুটি হাতের, একটিতে মাস্ক, অন্যটিতে সাবান। তিনি বাদুড় বাহনা, পায়ের নিচে ডানা ছড়ানো বাদুড়! চীনেরা অর্ডার পেলে, দু'

দিনে বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবে। তারপর মন্দিরে মন্দিরে পূজো হবে। লোকে হ্যান্ড sanitizerএ হাত ধুয়ে, ছ'ফুট দূরত্ব রেখে অঞ্জলি দেবে, Bleachএর চরণামৃত মুখে, বুকে মাথায় ছোঁয়াবে। সন্তোষী মায়ের দিন হলো শুক্রবার, তাহলে ভেবে চিন্তে একটা দিন ধরে নিতে হবে করোনা মায়ের দিন হিসাবে। আমার বুধবার পছন্দ, -- আপনাদের? সেদিন নিরামিষ ভোজন নৈব নৈব চ! সারাদিন শুদ্ধ মনে, উত্তরমুখী হয়ে শুধু চাইনিজ। নিজে না রাঁধলেও চলবে, take out হলেই হবে। বুধবার কেন? উত্তরমুখী কেন? এইতো, মুস্কিলে ফেললেন। তা মশাই, আমাদের পাঁজিতে যে অমুক দিনে অলাবু ভক্ষণ নিষিদ্ধ টিসিদ্ধ লেখা থাকে সে নিয়ে কি প্রশ্ন কেউ করে? এটাও সেরকমই মেনে নিতে হবে আরকি!

"করোনা মায়ের কথা অমৃত সমান

গুণীজন নাম গায়, শুনে পুন্যবান।।"

মানসিক রোগ একাকিত্বে বৃদ্ধি পায়। ভাবছি, --করোনা আপদ বিদেয় হলে যখন সবার সঙ্গে আবার দেখা হবে, তারা আমাকে চিনতে পারবে কি? চিনতে চাইবে তো?

XXXXXXX



একটি আবেদন

মোনালিসা মজুমদার মিত্র

ভয় পেওনা ভয় পেওনা
তোমার কাছে আসবোনা
সত্যি বলছি corona হাঁচি
তোমার ওপর হাঁচব না

বাক্সে রেখে গয়না-শাড়ী
গায়ে তুলেছি PPE
স্যানিটাইজার-সাবান দিয়ে
হাত হয়েছে খস-খসি
রইবো দূরে, মাস্কটি প'রে
ছ-ফুট কিম্বা আরও বেশী!

নই গো মোরা মা দুর্গা
লক্ষ্মীবাই (Laxmibai), বা Superman
সুস্থ থাকো, সাস্থ্যে থাকো
এই আমাদের আবেদন!



Cartoon Courtesy Google Images

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছো ঈশ্বর।
জীবে সেবা করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।

- স্বামী বিবেকানন্দ



Meghnad Saha (1893-1956): A Man of Science and Culture

Santosh C. Saha

Personally, I was fortunate in getting a direct feel of Meghnad Saha's world-wide recognition while recently I was in conversation with a Russian Physics Professor in the Moscow underground train in Moscow. Accompanied by wife, Ranu Saha, I went to present a research paper at Moscow University seminar a few years ago. After presenting my paper at the international conference, we were to catch an underground train in Moscow's very complex and quite fast sub-trains, and naturally, we lost track of the exact train in very deep underground station to return to our Maxim Hotel at mid-night. Trains were several storied and we were nervous and moved here and there at mid-night in the station. Suddenly, there appeared an elderly well-dressed Russian, who asked me politely in English. Are you looking for a train? Yes, was the obvious nervous reply to our helper. The Russian elderly person asked us, "Where we two came from, and what was my name?" I replied politely but nervously, "From Calcutta." He asked, "What is your name, sir?" I replied, "Santosh Saha." With great excitement and glowing mode, "Are you related to Physicist Dr. Saha of Calcutta? Quite happily I replied, "Are you asking about Dr. Meghnad Saha, famous for his celebrated thesis on thermal ionization? Excited, the Russian Professor became extremely glad to continue our conversation at mid-night in Moscow sub-station and went to direct us to the correct line. Then he gave his card and told us: "I am the Director of Astro-physics at the Russian Academy of Applied Sciences and worked closely on Saha's thesis about ionization." Excitement and super happy.



Meghnad Saha was born in 1893 in undivided Bengal's Seoratali village in Dacca District, just half a mile apart from my village Baliadi, which had a small post office (reminiscent of the famous song, Runner, Runner), for the entire sub-district. He was the fifth child of his poor parents, and his family struggled to make ends meet. His father Jaganath Saha had a tiny shop, and some of Meghnad Saha's brothers dropped out of school due to poverty. But monetary issues could not dissuade Meghnad's keen interest in academics. The problem arose when he realized that he would have to travel ten kms to and from the nearest senior secondary

school every day. Fortunately, his elder brother Jainath Saha stepped up and got him a sponsor for his lodging expenses. By taking care of cows, running daily errands and excelling in his studies, the future eminent Bengali scientist continued his studies. In 1905, Meghna joined a city collegiate school in the District town, Dacca, and his brother Jainath Saha would sacrifice five rupees from his monthly income of Rs. 20.00 to ensure his brother did not go hungry, away from his village.

After passing his I.A. exam Meghnad joined the celebrated Presidency College (which was also my college in later years), where he was taught by great Chemist Prafulla

Chandra Ray, and Jagadish Chandra Bose, the great scientist who discovered a variety of the first radio at Presidency College. After successfully passing his B Sc, in Mathematics, he completed his M. Sc in Applied Mathematics from Calcutta University.

Meghnad Saha gave the world the “Thermal Ionization Equation” known as “to the Saha Equation.” His Equation was his most recognized contribution in astrophysics which relate an element’s ionization state, the temperature and pressure. His theory explained the spectral classification of the stars. Dr. Arthur Stanley Edington, the English astronomer and Physicist, called Saha’s discoveries as the tenth most outstanding discoveries since the discovery of the first telescope by Italy’s Galileo in 1608. Saha’s discoveries of solar corona, solar radio emission, and propagation of radio waves in the ionosphere became great discoveries in Astro physics.

People all over the world know Saha for his contribution to science and society. There are several high points in Saha’s contribution to India and the world.

First, in 1935, he organized the establishment “The National Institute of Sciences, India.” Then he was instrumental in setting up the new campus of “Indian Association for the Cultivation of Science”. He founded the *Journal of Science and Culture*. Saha Institute of Nuclear Physics in Calcutta is named after him.

Second, he became the Member of Indian Parliament in 1951. He actively participated in the original plan for the Damodhar Valley Project in West Bengal.

Last, Saha was extremely simple, almost austere, in his habits and personal dealings. He was a man of good spirit, determination, energy and dedication to social work. He actively participated in Education, Refugee Rehabilitation, and Atomic Energy in India.



Indian Association for the Cultivation of Science
New Campus



Spring Bloom by Brinda Banerjee

Shantiniketan 1950-1954 The Right Place at the Right Time

By Sandip K. Tagore
Takatsuki, Osaka, Japan

(This article was written for the Santiniketan / Visva Bharati Memory- Series publication)

There was no better pleasure and relief for me, as a student, than to escape the urban ruckus of Calcutta to the peaceful and verdant Ashram in Shantiniketan. There was never a better place or a better time than for me to have been there.

I was born in the heart of “Old” Calcutta, which grew to become an urban city area from its beginning as a sleepy village of Sutanutee. I was born in our ancestral home, Pathuriaghata, located close to Barabazaar and the Howrah Bridge and a few minutes’ walk from the eastern banks of the Hoogly River. This area is still dotted by well-known ghats, such as Nimtola Ghat, and some of the ghats are named after my ancestors. Located on this riverbank was where our family built the ancestral home, the Adibari (original home) of the Tagores in Calcutta along with the family temple Sri Radhakanta Jiya Temple in 1761.

Since 1761, the Pathuriaghata area developed into a bustling commercial and residential area where stately homes, wide roads, bazaars, schools, parks, narrow alleyways, and cul-de-sacs were built. Over the centuries, as the city of Calcutta sprawled outward, and this riverside area went through the tumult of West Bengal and India’s historical currents, it experienced gradual decline into a neglected urban slum. However, even now, this area has its eclectic mix of visitors who are eager to experience and glimpse what is left of “renaissance Bengal”.

As a child, my primary residence was in this urban environment of Pathuriaghata with its constant hustle and bustle, bad air and noise. The tradition of “baro mashe tero parbon”, festivals and pujas throughout the year kept our families busy and mostly in the city. As a result, any opportunity to escape to our other family estates in the hills or in the outer regions of the city was a welcome change for my siblings, numerous cousins and me. We were fortunate to spend long summers and winters at these estates enjoying the carefree environment of forests, fields, ponds and villages.

Years later, departing for Shantiniketan as a student, I experienced similar joy and relief from escaping the stifling life of the city. The Ashram was full of interesting foliage growing from the red soil, “Rangamati”. It was dotted with low brick bungalows and mud houses with thatched roofs. Occasional tall structures stood out against a sprawling horizon of rice fields dotted with date palms, Palmyra and mango groves. And if one looked further out, there was the undulating khoai sand bed coddling the serpentine Kopai stream. Watching the sun and the moon rise and sink from the sky to the earth was



something indescribably peaceful and joyful. Walking barefoot in the sun and rain without the ghastly noise and filth of the city was a fantastic and welcome change for me.

My hostel at Kala Bhavan was just opposite the home of my future Rabindra Sangeet teacher Shantideb Ghosh of Sangeet Bhavan. The block of four one-story hostels was full of colorful murals done by past students. The murals created a wonderful artistic and playful ambience. There was a wide brimmed well, right by my hostel, surrounded on one side by a row of cashew nut plants. Bathing a few times a day was a great luxury during the sweltering days of summer. The wide grassy area facing the hostels provided a rich sense of wide-open space. These hostels were designed by one of my teachers, the architect Suren Kar, who later became the principal of Kala Bhavan during my last year at Visva Bharati.



The old library building facing Gour-Prangon and Shalbithi was impressive with an open-stage area in the front, where the daily morning prayer songs were sung by students from the different departments. They were from Patha Bhavan (school), Vidya Bhavan (college), Kala Bhavan (fine arts and crafts), Sangeet Bhavan (music and dance) respectively. This was a daily event that began with breakfast in the kitchen, where later we also assembled for lunch, tea break and dinner. The manager Robi-Da was a

great host with a fine sense of humor. He was surprised when I joined the vegetarian section since he thought the Tagores were mostly non-vegetarians. I remember him whispering in my ear “tell me when you want a non-veg meal. You are always welcome!” I made many new friends in the vegetarian section who were mostly non-Bengalis. I relished the Gujarati, Marathi and Tamil cuisine, which were served there.

Students were treated with Nimki, Samosa, and Kochuri during recesses between classes. In addition we were enlightened by the company of some topnotch faculty at the COOP circle opposite Subodh Da's PE office. During the four years, I also enjoyed the tea-lunch-dinner extravaganza at KALOR kitchen where the legendary owner Kalo himself served and fed me with affection. I thought he was an angel when he once said to me, “Tumi Thakurbarir chele, osadharon!” Murals by many famous Kala Bhavan artists also decorated the library. It was an ideal place for study and repose where I could read Rabindranath's works beginning with his wonderful short stories Golpoguccha. In addition to his works, I also had the satisfaction of going through countless tomes of international literature.

An unforgettable event in my life was the staging of the drama Tashar Desh at the library. The dance drama was a parody of the British rule in India. Fellow Kala Bhavan students, including myself, staged this drama spending hours over months rehearsing under the

direction of our beloved teacher Ram Kinkar Da. He designed the sets, costumes and even choreographed parts of the dances. We all played various “playing card” characters and I was fortunate to be surrounded by great people like Shantidev Da Ghosh and Shantosh Da Bhanja. Students from Sangeet Bhavan performed the music and dance pieces for the drama that altogether culminated in an unforgettable performance.

Students at the different Bhavanas had the freedom to join subjects and courses that fit their interests and talents. I was fortunate in being able to attend courses from both the Vidya Bhavan (college) and Sangeet Bhavan. (music and dance). At Sangeet Bhavan, I was with Biren Da Palit, Kanika Mohar Di Bandopadhyaya, and Shailog Da Mojumdar. At Vidya Bhavan, I attended lectures by Abu Sayed Abu, Sisir Ghosh, Roy North, Hiren Datta and Ashok Raha. Ashok Bijoy Raha’s limerick “Hotath dekhi are, Ekfali chand atke geche telegrapher tare!” was what attracted me and formed my intention to attend his lectures! They nourished my soul!

At KalaBhavan, I had a wonderful time with painting and clay modeling. The years spent studying under Master Moshai Nandalal Bose, Dhiren Der Burman, Suren Kar, Ram Kinkar Baij, A Perumal, Gouri Bhanja, Biswarup-da Bose, Sukhamoy Mitra and the Nandan Museum curator and artist Prasanta Roy, were just the most inspiring times for a young student like myself. It was also wonderful getting to know the two unforgettable Santhali studio assistants Bagal and Ratton.

Subodh Da was our chief sports director who kept us busy singing “Doshijon gelo math, katte gelo kaatt”. I became the campus-swimming champion for the 100 and 200-meter dash at the Sriniketan tank in 1951. The following year I finished second. Subodh Da was an inspiration! I took his advice to heart and continued regular exercises to limber up my joints well into my older years.

Sangeet Bhavan provided a flood of musical experiences for me. My previous music training at home under my mother Shefalika and other teachers like Pandit Bacchan Mishra, Pandit G. Bandopadhyaya of Andul-Mouri, and Pandit Ramkishan Mishra, had prepared me to enjoy my Sangeet Bhavan experience even more. In addition to vocal training, I had also studied Esraj under my mother and Sitar under Pandit Bibhuti Bhushan Ganguli of Bhagalpur and Ustad Shfiq Ulla Kahn of Aurangabad, which had inspired me to perform for audiences at home and outside by the time arrived at Visva Bharati.

I studied Rabindra Sangeet under Biren Palit, Kanika (Mohar-Di) Banerjee, Principal Sailojananda Majumdar, and received four years of training under Shantidev Ghosh. These lessons at Sangeet Bhavan gave me a solid foundation to perform for others. Sailoja Da appreciated my ability to sing in both low and high scales and always welcomed me to join Sangeet Bhavan programs. I participated in the seasonal music festivals and events throughout the years.



The annual departmental excursions held at different parts of India extending at least a week were wonderful opportunities for students. We often stayed in forest camps enjoying the natural environment around us. Sailoja Da once requested my father, Probodhendu, to accommodate his Sangeet Bhavan students at our family estate Tila Kuthi at Bhagalpur, Bihar. On a hillock, facing the Ganga River bank, the magnificent views and the beautiful estate was an unforgettable excursion for me in 1951.

There was no electricity and the kerosene chandeliers, candelabras, lanterns and lamp stands in the room with high ceilings produced giant moving shadows that scared some of the students. I remember Mohar Di falling off a dining room bench being afraid of tall shadows moving against the wall while I narrated a ghost story to her group! Another surprise that evening was all of us laughing when we discovered Surrender Jaitly practicing his Esraj in a distant dark chamber, fully dressed with hiking clothes and ankle boots on top of a large bed!

During this trip, under the direction of Sailoja Da, a musical soiree was held at Tila Kuthi where many people from the city of Bhagalpur attended. I remember that the family of Dr. Balaichand Mukherjee, and Bonoful, the famous literary figure, were in the audience that evening. I enjoyed attending many more such excursions with Kala Bhavan students which included a visit to Bhimbund and Ghatshila.

In 1952 and 1953, I stayed in the mud house hostels of Kala Bhavan. The last year was spent in the Black House with a thatched roof. The outer walls were full of sculptures by Kala Bhavana senior students done under the direction of Ram Kinkar Da. The black wall with the sculptures was a sight to behold and it remains to this day as an unforgettable image for me. During this period, I was blessed to have lived across from the great Ustad Allaaddin Khan, who lived in the hut next door as a visiting National Professor. For a whole year we could hear his divine sarod music during his daily practice.

While studying at Visva Bharati, I regularly visited my local “guardian”, Bibidi (Indiradevi Chowdhurani) at her Uttarayan home. I did small chores like tidying up her “office” and I was allowed to play her piano located in the Udayan building of Gurudev. Rathi-Da and Protima Di were often my lunch hosts. I loved those gatherings attended by their adopted daughter and her husband, Giridhai Da, the dentist. Miradi’s “Malancha” home was located across the Sreniketan road from my hostel. She often yelled, “Bibli! Come tomorrow for lunch with me and don’t say ‘No!’” She was the youngest child of Gurudev and loved to have me over when her cousins Purnima Pishi and her two sisters, and Biren Roy Chowdhury, the mandolin player, gathered at her lunches. Purnima Pishi was our Shovanlal Da Ganguli’s wife. I was close to my aunt Aditi Gangoli who was a saintly widow.

During my Santiketan years, I met and became friends with many interesting people. I came to know Ananda Shankar Roy and his family. His son Punyasloke was a



philosopher of sorts and tired to engage fellow students with intellectual battles! I was fortunate in knowing the famous artist Mukul De and his wife Bina Di. I often ate at their restaurant. They were excellent hosts and a great source of information. His sister Rani was an artist and the wife of Anil Chanda, the college principal and later a member of the Jawaharlal Nehru cabinet. The China Bhavan director Tan Yun Shan and his family were the very image of their great Chinese culture contributing to Visva Bharati in such tangible ways. Amongst the many interesting foreign personalities there were Eta Ghose from Hungary and Milanda Ganguli from Czechoslovakia. Later in 1955 and 1956, respectively, I was able to visit both countries.

The annual Poush Mela was a great place to meet people from far and near. It served as a showcase of the local Birbhum and Santhal arts, crafts and cultures. One year, during Poush Mela, Kala Bhavan students staged the satirical drama Tal Patar Shepai by Amitava Chaudhury, the humorist. I composed the music along with my senior Dilip Chaudhury. I played the main character with a pseudo fox trot! This same play was staged later at different stages such as at the Sahitya Akademi in Shillong, Assam and the New Empire Theater in Calcutta. The one staged in Calcutta was of a grand scale featuring the impresario Tushar Mohan Mukherjee!

One practice at Visva Bharati carried out by all ashramites during my days there was one offered and advised by Mahatma Gandhi. All students regardless of age, caste or gender practiced toilet tidying once a year. Another one was carrying a portable “seat” consisting of a piece of cotton. It was called an “Asana” and was a valuable custom where one could sit down on this cushion anywhere at anytime!

The four years of my life spent at Shantiniketan passed like four short moments. They have been a treasure throughout my breathing moments. Amader Shantiniketan shob hote apor! (Our shantiniketan, Our very own!)



Education is the manifestation of the perfection already in man.
- Swami Vivekananda



অসমাপ্ত যুদ্ধ, অসমাপ্ত কবিতা
সুবিমল চক্রবর্তী (ম্যাসফিল্ড, টেক্সাস)

যুদ্ধটা কিন্তু জারিই ছিল
জারি ছিল সময় যেখানে শুরু হয়েছিল সেখান থেকেই
জারি ছিল চিন্তায় কথায় লেখায় বক্তৃতায় মাঠে ময়দানে যুদ্ধক্ষেত্রে
জারি ছিল তদ্বীনয়নের বহিঃতে
জারি ছিল তীব্র ঘৃণায় যে ঘৃণা কালো হাত হয়ে বর্শা ছুঁড়ে দিয়েছিল এরেনার ত্রুরতায় হাস্যোজ্জ্বল
কল্লোলিত গ্যালারিতে ।
এই জারি হয়ে থাকা যুদ্ধটা জর্জ ফ্লয়েডের শ্বাস নেওয়ার অপারগতায় রুদ্ধ সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠল ।
ফ্লয়েড আমাদের চেতনায় চিন্তার নতুন বুনুনি দিয়ে গেল ।
এই আগুন যেন ছড়িয়ে গেল মহাকাল ও মহাপৃথিবীর রক্তে রক্তে ।
সেই রুদ্ধ সঙ্গীত আমাদের সকলকে বিবেকের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিল
আমাদের বিব্রত করে দিতে চাইল
আমাদের অপ্রস্তুত করে দিল
আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিল অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখী
যেন আমাদের নিজেদেরকে পুনরাবিষ্কারের পথে নিয়ে গেল ।
এই রুদ্ধ সঙ্গীত শুধু কালো নয়, বাদামী পীত সব বর্ণের কথাই বলল ।
শ্বেতই বা বাদ থাকবে কেন?
পৃথিবী তো শুধু সাদা আর কালোরই নয়,
পৃথিবী যারা মারে আর যারা মরে তাদের সবাইকে নিয়ে ।
একটা যুদ্ধের ভিতরে কত যুদ্ধই তো লুকিয়ে থাকে ।
অথবা বলা যায় আবহমানকালের সেই জারী করা যুদ্ধের ভিতরে জর্জ ফ্লয়েডের যুদ্ধটাই যেন ঢুকে গিয়েছে
অথবা জর্জ ফ্লয়েড সেই স্বস্তিতে বসে থাকা অসংখ্য যুদ্ধের ঢাকনাটা খুলে দিয়েছে মাত্র
আমেরিকার ইউরোপের চোরা বর্ণবাদ পৃথিবীর অসংখ্য দেশের অপরাপর নগ্ন ঘৃণা খুন ধর্ষণকে চোখে
আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছে ।
আমরা দেখেছি, হয়ত দেখিওনি!
চোরা বর্ণবাদ আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অথবা রাষ্ট্রের সন্ত্রাস থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে আমরা কি
পার্থক্য করতে পেরেছি?
পারি বা না পারি, মানতেই হবে
এ আগুন ছড়িয়ে গেছে সবখানে
এ আগুন পুড়িয়ে দিবে সব গরিমা, এ আগুন মুছিয়ে দিবে সব কালিমা
এ আগুন গলিয়ে দিবে মেকি সোনা, এ আগুন গড়িয়ে দেবে সেই প্রতিমা ।



প্রাণের পরশ

গুভা কোকুবো চক্রবর্তী



আমাদের বড় মেয়ে, ২৬বছর বয়স হোল।
বিয়ের পর এদেশে (জাপানে) এলাম মার্চ মাসে। মে'মাসের
মাঝামাঝি একটা ছোট চারাগাছ (pothos) কিনে এনেছিলাম
ছোট টবসমেত। ছোট বাচ্চা যেমন বাড়তে থাকে আর জামা
জুতো কিনতে হয় কিছুদিন পরপরই। তেমনই pothos ছানা
বাড়তে লাগলো খুব তাড়াতাড়ি, তার সঙ্গে টবের আকারও বড়
হতে লাগলো। এক বছরের মধ্যেই সে তার ডালপালা ছড়িয়ে
প্রায় ঘরের সিলিং ছোঁয় ছোঁয়। এদেশের সিলিং ভারতের মত
অত উঁচু হয়না। আমরাও ওকে যত্নে বাড়তে দিই। বাড়িতে
তখন একটাই বাচ্চা স্বচ্ছন্দে বাড়ছে।

কিছুদিনের মধ্যেই এলো গুরু। এদিকওদিক ঘুরে বেড়ায় আর
তাকিয়ে তাকিয়ে pothos দেখে। কি বোঝে জানিনা। একদিন
আমি আর জুন একটু বেড়িয়েছি। ঘরে গুরু আর pothos।

বাড়ির দরজা খুললেই যে গুরু লেজ নেড়ে দৌঁড়ে আসে, সেদিন এলোনা। বাড়িতে ঢুকে দেখি দরজার
পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, সারা মুখভর্তি মাটি। সর্বনাশ! চোখ গেল pothos-এর দিকে। টবের মাটি
খুঁড়েছে তাই গাছটা হেলে গেছে একদিকে। কার্পেটের ওপর মাটি ছড়িয়ে আছে। হায় হায়!

আদরের সঙ্গে সঙ্গে শাসনও করতে হয় বাড়ির বাচ্চাদের। গুরুর মুখটা টবের মাটিতে ঘসে দিয়ে বলতে
থাকলাম 'ওনেএসান' অর্থাৎ ও তোমার দিদি, ওকে এত কষ্ট দিয়েছে? ব্যস কাজ হয়ে গেল, আর কোনদিন
দিদিকে বিরক্ত করেনি। সত্যিই যতদিন গুরু বেঁচে ছিল আর কোনদিনই না। বরং অনেকসময় টবের সঙ্গে
গা লাগিয়ে ঘুমিয়ে থাকতো। দিদি আর ভাইয়ের সুন্দর সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল।

আজ ২৬টা বছর এবাড়ির/আমাদের সুখদুঃখের সঙ্গী pothos। এখন আর টব পাল্টাতে হয়না। তবে
হ্যাঁ, মেয়েদের চুলের আগাটা একটু কেটে দেবার মতই মঝেমঝে ডালপালা কেটে দিতে হয়। আমি এত
কিপটে সেই কাটা ডালপালা কিছুতেই ফেলে দিতে পারিনা। তারাও বাড়ির এদিকওদিক মনের সুখে থাকে।
এবার গরমে একটা ছোটডাল বারান্দায় পুঁতে দিলাম। সে তরতর করে বাড়তে লাগলো। আমিও একটু
ইন্ধন জুগিয়ে একটা প্লাস্টিকের কণ্ডি জুড়ে দিলাম আর পায় কে? মনের সুখে লকলকিয়ে উঠছে উপরের
দিকে।

ভাল থাক তোরা, সুস্থ থাক। আমরা তোদের নিয়ে আনন্দে থাকি।



A Lesson from Covid-19

Sati Mukherjee

We fell asleep in one world and woke up in another. It is a great crisis of humanity we are facing today: the Coronavirus Pandemic. This is something we have never heard of before.

People are dying, people are getting infected, and everything is out of control. There is a shortage of medical supplies, doctors, and nurses; even hospital beds are full. The medical care centers and governments of each country are trying their best to keep people safe. Yet, thousands and thousands of people are dying every day. What a disaster!

The World Health Organization and leaders of each country declared that we must stay at home and stay safe. There has yet to be a vaccine for this deadly virus.

The lockdowns and social distancing are very important in this situation because we don't know who is a carrier! Hugs and kisses suddenly become weapons and not visiting parents and friends become an act of love. Suddenly you realize that power, beauty, and money are worthless and can't give you the oxygen you are fighting for.

Coronavirus has taught us so many things. We don't know what tomorrow will bring so don't get angry for too long, learn to forgive, and love with all of your heart. When you finally realize that nothing is permanent in this life, you will become more tolerant, more forgiving, and less judgmental.

It's easy to ignore your family during these challenging times, so mothers and fathers are working so hard to maintain the safety, happiness, and bonds of their families.

In this particular situation, no one should lose their self-confidence. Our lives are oriented by good things as we all know. Coronavirus has taught us in the long run that the sharpest weapon of all is the kind and gentle spirit we all should have. Where there is hope, there is life. It fills us with great courage and makes us strong again.

Our daily devotion will help us spiritually connect with God. Understand the infinite or your idol. Apply it in real life and find peace in your day to day. God will give us inner peace during this time of fear in our lives. Actually, we can't control everything. Sometimes we just need to relax and have faith that things will work out soon. Coronavirus has taught us that



family is very important for our lives. The supreme happiness in life is the conviction that we are loved. Love can cure pain and become so special.

Coronavirus has taught us that God created the whole universe, so humans should save all his creation. We all should believe that animals are not only one species. They are the other nation we should save.

We should save nature. We should value people no matter how small the job they do. We need everyone in our life. Value all people, love people, and respect your family. Be happy with what you have. Be a real human being. Treat yourself well. Treat everyone as you wish to be treated. Love people without conditions.

I have found that there is always some beauty that remains in nature, sunshine, air, freedom in yourself...these can all help you to rebuild the new world again. We will never have the same lifestyle we had before, but we all can create a beautiful, new normal life again.

A small kindness can actually have an effect on the brain that makes a person more likely to be kind in return.

We have learned from our mistakes, so each of us should commit to more acts of kindness into our everyday lives. We could kick-start a cycle towards a kinder, gentle world.



Year 2020

অনিন্দিতা সিনহা
ফোর্ট বর্থ

পরীক্ষার মনে আছে Deecmber 2019 New Year's Eve রাতে মাইক্রোফোনে প্রাণের উচ্ছ্বাসে গলার জোরে চৈঁচিয়ে আহ্বান জানিয়ে বরণ করেছিলাম নতুন বছর ২০২০ কে। উচ্ছ্বসিত হয়ে, উল্লাসে নেচে নেচে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে পুরাতন বছর কে বিদায় ও নতুন বছরকে আহ্বান জানিয়ে ছিলাম। “Goodbye 2019 & Welcome 2020 ”! কেমন যেন একটা অদ্ভুত আনন্দ ও বিশেষ উৎসাহ ছিল এইবার। কেমন যেন একটা চমক ছিল এই বছরের নম্বরে “২০২০” একটা পূর্ণতার আশ্বাস ছিল, মনে হয়েছিল এই বছরে মানুষের স্বপ্ন ও আশা সব পূর্ণ হবে। আর ১৮ বা ১৯ নয় এবার ২০।

আরো অনেক কারণ ছিল এই বিশেষ বছরটা কে ভালোবাসার। আমার একটি মাত্র ছেলে এ বছর adulthood এ পা দিলো। শুধু তাই নয় এ বছর আমার ছোট ছেলেটা ডানা মেলে উড়ে যাবে তার স্বপ্নের দিকে, তার ভবিষ্যতের দিকে, তার কলেজে। তাই এই জন্মদিন টা তার জীবনে memorable করার জন্যে কত জল্পনা কল্পনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম বিশাল করে ছেলের জন্মদিনটা করবো, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় সজন সবাইকে ডেকে খুব খুব আনন্দ করবো। ছেলেকে Prom এ পাঠাবো, তার graduation উৎসবে কি পড়বো? কাকে কাকে ডাকবো? Senior day তে তাকে ড্রপ করে আসবো, কত কত প্ল্যান ও চিন্তা ভাবনা!

ছেলের graduation gift হিসেবে মা ছেলেতে Europe tour বুক করেছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম মা ছেলে মিলে সারা ইউরোপ, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি আরো কত কত দেশে ঘুরে বেড়াবো। এই দু সপ্তাহ আমার জীবনের মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে ভেবেছিলাম। বলে বা লিখে বোঝাতে পারবো না সেই এক্সসাইটমেন্ট ও আনন্দ, মা ছেলের ড্রিম টুর। টুর বুক করার পর থেকে নিয়মিত online রিসার্চ শুরু হল। সে সব দেশ ও শহর গুলির খুঁটি নাটি তথ্য যোগার করা। শুরু হয়ে গেল online শপিং, কোন শহরে কি পড়বো। শুনেছি এই সব জায়গায় খুব হাটতে হয় তারপর আবার ঠান্ডা দেশ তাই শুরু হলো জুতো কেনার অভিযান। সুন্দর, গরম আরামদায়ক জুতো চাই, অনেক হাটতে হবে যে! Online শপিংএর শেষ নেই, ছেলের আবার Prom এ পরার স্যুট চাই। এইখানে আবার আমার ছেলের ফিগারের বিশ্লেষণ না দিলে চলছে না। না না তেমন কিছু নয় তবে হ্যাঁ তার কোমর বোধয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে খুঁজে পাওয়া যায় এবং তার উচ্চতা তাল গাছ ছাড়িয়েছে। তাই বাজারে তার জামা কাপড় বা স্যুট খোঁজা মানে সমুদ্রে পুঁটি মাছ খোঁজা।



বলে দিলেন তিনি তার স্যুট tailored করতে হবে। আমেরিকা তে কি tailored স্যুট চারটি খানিক কথা? সেই টাকা দিয়ে ইন্ডিয়া ড্রিপ হয়ে যায়। কিন্তু কি করবো একটি মাত্র ছেলে বলে কথা! একটি মাত্র ছেলের এবং তার এক মাত্র Prom বলে কথা, তাই কোনো কথা না বাড়িয়ে বলে দিলাম “নিশ্চই বাবা, tailored স্যুট ই করো”। মার্চমাসের ঠিক মাঝামাঝি এখনো পরিক্ষার মনে আছে সেই দিনটা, ১৩ই মার্চ তিনি দিলেন স্যুটের অর্ডার। তখন কি জানতাম এই “কোভিড” বাবাজির আবির্ভাব হবে এবং তার এই স্যুট বানানো বা পরা কোনটাই পছন্দ নয়। স্যুট অর্ডার দেবার সঙ্গে সঙ্গে কোভিড বাবাজির অর্ডার আসলো সব বন্ধ করো! সব মানে সব বন্ধ। ধুর তখন ভাবলাম, সব গুজব কোথায় কি হয়েছে কদিনে মানে দু এক সপ্তাহে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন কি আর জানতাম এ আতিথি চলে যাবার জন্যে আসে নি। দুই সপ্তাহে নয় দুই বছরে নয় কে জানে হয়ত আমাদের অন্য অতিথি যেমন ফ্লু বা ডেঙ্গুর মতন ইনি ও থেকে যাবেন।

স্যুটের দোকানের সঙ্গে পুরো দেশ কেন, পৃথিবীটাই বন্ধ হয়ে গেল। তার সঙ্গে বন্ধ হল জন্মদিনের পার্টি, গ্রাডুয়েশন পার্টি, Prom, Senior day আর আমাদের স্বপ্নের ইউরোপ টুর। হটাৎ সারা পৃথিবীটা পাল্টে গেল, সেই সময় আমার মনের অবস্থা বলে বা লিখে বোঝানো যাবে না। এই মনোকষ্টের কোনো নিবারণ বা প্রতিকার ছিল না। যেমন এই নতুন অতিথি কোভিড মহাশয়ের কোনো নিবারণ বা প্রতিকার এখনো নেই। সারা বিশ্ব জুড়ে ডাক্তার, হাঁসপাতাল, বৈজ্ঞানিক সবাই এই নতুন অতিথি কে নিয়ে মেতে উঠলেন। এখন অন্য কোনো রোগ ব্যাধির কোনো বিশেষ পান্ডা নেই। তাদের জন্যে চিকিৎসক মহলে প্রায় সব দরজাই বন্ধ। বোঝা ঠালা এবার। যত বুকে ব্যাথা হোক যদি জ্বর না থাকে তবে চুপটি করে ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এদিকে আবার আরেক কাণ্ড ঘটায় আমার স্বামী। তিনি এই বছরেই ঠিক দুর্যোগের আগে আগে, মানে ফেব্রুয়ারী মাসে, দেশে গেলেন তার স্বপ্নের নতুন ফ্ল্যাট সাজাতে এবং দখল নিতে। হ্যা তিনি কলকাতায় সম্প্রতি একটি নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন। তিনি মনের আনন্দে দেশে গেলেন, কিন্তু আমাদের যাওয়া হোলোনা - কারণ আমার স্কুল এবং ছেলের সিনিয়ার ইয়ারের ব্যাস্ততা। বাস্ তারপর আর কি! ঘোষ মহাশয় গেলেন দেশে আর কোভিড মহাশয় চীনের প্রাচীর পাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিশ্ব ভ্রমণে। ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশে তাড়ব করে পদার্পন করলেন উত্তর আমেরিকা মহাদেশে এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, ভারতবর্ষ ও বাদ রইলো না। এতক্ষনে সবার টনক নড়তে শুরু করেছে ফলত বন্ধ হলো সব দেশের সীমান্ত, বিচ্ছিন্ন হলো যোগাযোগ যে যেখানে সে সেখানে আটকা পরে গেল। এ কি কাণ্ড, কি কেলেঙ্কারি বলো? ১৭ই মার্চ বরের মানে ঘোষ বাবুর বাড়ি ফেরার টিকিট কাতার এয়ারলাইনসে। খবর পেলাম দুই সপ্তাহের জন্যে সব যাতায়াত বন্ধ তাই বর কে বললাম দুই সপ্তাহের জন্যে আসা পিছিয়ে দাও। তখনও বুঝে উঠতে পারিনি এটা সাময়িক সমস্যা নয় এটা একটা মহামারী। এখন গ্লানিবোধে মরে যাচ্ছি কেন বললাম টিকেট পেছাতে, কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম বলে বোঝাতে পারবো না। ওখানে তিনি একা ফ্ল্যাটে বন্দী, কি খাচ্ছেন? কি ভাবে জীবন যাপন করছেন? চিন্তা আর চিন্তা। এদিকে

আমার এখন শুধু একটাই ভাবনা কি ভাবে ওকে আমেরিকা ফেরত আনা যায়? এমনিতে আমার ঠাকুরের সাথে ভালো যোগাযোগ। তিনি কখনো আমার কথা ফেলেননি। কিন্তু এইবার ব্যতিক্রম হল, তিনি মহামারী প্রস্তুত মানুষদের নিয়ে ব্যস্ত। রাগ ও অভিমান হবার আগেই ঠাকুরের দয়া হলো। ভোরবেলা উঠে দূরদর্শনের মাধ্যমে খবর পেলাম মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক যারা যেখানে আটকা পড়েছে তারা যেন সত্বর ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজেদের তালিকাভুক্ত করেন, কারণ সরকার তাদের উদ্ধার করার উপায় নিয়ে কার্যরত। সত্বর বর কে বিস্তারিত জানিয়ে বললাম। তার এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি আমাকে দায়ী করেছিল কিন্তু। বললাম, না, ঠাকুরের সাথে আমার একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন এবং ৭ই এপ্রিল বর নিরাপদে ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ এয়ারপোর্টে বিশেষ বিমানে এসে পৌঁছালো। এরপর শুরু হলো আরেক অধ্যায়, ভয়, সন্ত্রাস, বাঁচার লড়াই। বর বাড়ি এল এত কাঁচা পুড়িয়ে কিন্তু তার আগমনে আমি ভীত, মনে হলো করোনা ঘরে এল। বর যখন Los Angeles থেকে ফোন করেছিলো মনে হচ্ছিলো কান দিয়ে করোনা আমার শরীরে প্রবেশ করেছে। এরকম পরিস্থিতি আমার জীবনে আগে কখনো এসেছে বলে মনে পরে না। ছেলে তো বাবার সাথে দেখাই করবে না। বলে দিলো সে ১৪ দিন ঘর দিয়েই বেরোবে না। বলুন কি জ্বালা? ভয়ের অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল, তার কোনো টেস্ট হয়নি দেশে ঢোকার পর। লোকটা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এল নানান লোকের সাথে - যেখানে শুনছি যেকোনো ভাবে এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করেছে এবং যার শরীরে প্রবেশ করেছে তার নিস্তার নেই।

এমনতর অবস্থায় ভাবলাম পালিয়ে আশ্রয় নি কোনো প্রিয় বন্ধুর বাড়ি কিন্তু ভাবনা ভাবনাই রয়ে গেল। অগত্যা কিছু করার নেই। কলিফোর্নিয়া বাঁচার জন্য কোনো মতে এই ১৪ দিন নিজ নিজ বনবাসে কাটাতেই হবে। বর ঘর বন্দী হয়ে থাকবে না - বিদ্রোহ জানালো। তার বসার ঘর ও টিভি চাই। তাই হোক! বাড়ির মধ্যে দিয়ে টানা হলো লক্ষণ রেখা - ওপারে করোনা রাবন, এপারে আমি ও ছেলে। কিন্তু দয়াময়ী সীতা রাবণকে তিন বেলা রেঁধে খাইয়েছে। রাবণ সুন্দর পায়ের ওপর পা দিয়ে টিভির মারফৎ বিশ্ব ভ্রমণ করেছে। করুণাময়ী মায়ের আশীর্বাদে আমরা সবাই সুস্থ আছি। দেখতে দেখতে এই নতুন অতিথির সাথে ৮ মাস কেটে গেল। পরিস্থিতি বদলেছে, নতুন সামাজিক নিয়ম হয়েছে, জানিনা এ নিয়ম স্থায়ী না অস্থায়ী? সে তো ঈশ্বরই জানেন। পূজো এসে গেল। পৃথিবী এখনো সুস্থ হয়নি, তবুও আমরা বাঙালি পূজোর গন্ধে মেতে উঠি। এই একটি উৎসবের জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করে থাকি।



The Second Coming
by William Butler Yeats

দ্বিতীয় আবির্ভাব
অনুবাদ: সুবিমল চক্রবর্তী

প্রসারমান ঘূর্ণিচক্রে ঘুরতে ঘুরতে
শ্যেন তার নিয়ন্ত্রকের কথা শুনতে পায় না;
সবকিছু আলাগা হতে থাকে; কেন্দ্র ধরে রাখতে পারে না;
শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতাই ভর করে পৃথিবীর উপর,
রক্তমোহিত জোয়ারের বাঁধন আলাগা হয়, এবং সর্বত্রই
ডুবে যায় পাপহীনতার গরিমা;
সর্বোত্তমরা লক্ষ্যরহিত, যখন নিকৃষ্টরা
কামনার আতিশয্যে পরিপূর্ণ।

নিশ্চিতই কোন এক দৈববাণী সমাগত;
নিশ্চিতই দ্বিতীয় আবির্ভাব দরজায় দাঁড়িয়ে।
দ্বিতীয় আবির্ভাব! সেই শব্দাবলী শ্রুত হতে না হতেই
ত্রিকালের যৌথ জ্ঞানের বিশাল চিত্র
আমার চোখকে পীড়িত করে: মরুভূমির বালুকারাশির কোথায় যেন
একটা আকার যার শরীর সিংহের আর মাথা মানুষের,
যার দৃষ্টি সূর্যের মতই দয়াহীন আর শূন্যতায় ভরা,
জানুতে ভর দিয়ে ধীরে সঞ্চরণশীল, যখন তার চারদিকে
বিচলিত মরুপাখিদের ছায়া ঘনিষে আসে।
আবার অন্ধকার নেমে আসে; কিন্তু এখন আমি জানি
কুড়ি শতাব্দীর পাথুরে ঘুমকে
এক দোদুল্যমান দোলনা দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত করে,
এবং ককর্শ পশু, পরিশেষে যার আসার সময় হ'ল,
বেথলেহেমের দিকে ক্রমশই এগিয়ে যেতে থাকে জাত হবে বলে?



HATRED

by *Wisława Szymborska,*
Polish Poet, 1996 Literature Nobelist

See how efficient it still is,
how it keeps itself in shape—
our century's hatred.
How easily it vaults the tallest obstacles.
How rapidly it pounces, tracks us down.

It's not like other feelings.
At once both older and younger.
It gives birth itself to the reasons
that give it life.
When it sleeps, it's never eternal rest.
And sleeplessness won't sap its strength; it feeds it.

One religion or another -
whatever gets it ready, in position.
One fatherland or another -
whatever helps it get a running start.
Justice also works well at the outset
until hate gets its own momentum going.
Hatred. Hatred.
Its face twisted in a grimace of erotic ecstasy...

Hatred is a master of contrast-
between explosions and dead quiet,
red blood and white snow.
Above all, it never tires
of its leitmotif - the impeccable executioner towering over its soiled victim.

It's always ready for new challenges.
If it has to wait awhile, it will.
They say it's blind. Blind?
It has a sniper's keen sight
and gazes unflinchingly at the future
as only it can.



ঘৃণা

(ভিল্লাওভা সীমবর্সকা, পোলিশ কবি, ১৯৯৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত)

বঙ্গানুবাদ - দুলাল কৃষ্ণ বসু

দ্যাখো দ্যাখো, এই শতাব্দীপ্রাচীন ঘৃণা,
এখনো কেমন সুদক্ষ, নিপুণভাবে নিজের চেহারাকে ধরে রেখেছে?
কতো সহজে সবচেয়ে কঠিন বাধা পেরিয়ে,
কি দ্রুততার সাথে আমাদের খুঁজে বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

ঘৃণার ধরণধারণ অন্য সব অনুভূতির থেকে আলাদা - নতুন পুরোনো মেশানো।
বেঁচে থাকার রস বা রসদ এ নিজেই খুঁজে নেয়।
অনন্ত বিশ্রামের জন্য কখনো ঘুমিয়ে পড়ে না।
অনিদ্রা এর শক্তিরূপে করে না; উল্টে একে শক্তি জোগায়।

এই ধর্ম বা ঐটা, সে একপায়ে খাড়া,
এ দেশ বা ও দেশ, সে একছুট লাগানোর জন্য তৈরী।
আইন ব্যবস্থা? প্রথম প্রথম তো সেটা ঠিকঠাকই থাকে, যতক্ষণ না ঘৃণার ঘোড়ার গাড়ী চোখ মুখ খিঁচিয়ে
কামোন্মত্তের মতো পরিতৃপ্তির চরম সীমানায় পৌঁছে যায়।

বৈপরীত্যের সুনিপুণ শিল্পী এই ঘৃণা, বিস্ফোরণের পরেই মৃত্যুর নিস্তরঙ্গতা,
সাদা ধবধবে তুমারের উপর রক্তের লালিমা,
মোদাকথা, ও কখনো ক্লান্ত হয়ে নিজের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যায় না,
একজন ঘাঘু ফাঁসুড়ের মতো।

ঘৃণা - সদাপ্রস্তুত নোতুন নোতুন যুদ্ধের জন্য,
অপেক্ষা করতে হলেও ব্যাজার নেই।
লোকে বলে, ঘৃণা নাকি অন্ধ।
অন্ধ? মোটেই না। ওর চোখ অর্জুনের নিশানার মতোই তীক্ষ্ণ।
আর ঈগলের মতোই অবিচলিত, শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন,
একমাত্র ওই পারে ভবিষ্যৎকে এভাবে দেখতে।



Rabindranath Tagore (1861-1941) and the Bengali Theatre

Santosh C. Saha

In Bengal during the time of Rabindranath Tagore, the Nobel Laureate, woman was the *grihalakshmi*, the goddess of home, and her proper domain of a woman was the inside the home. That her proper domain was inside the home was made clear in Tagore's novel, *Ghare Baire* (The Home and the World), where a woman who overstepped that restricted line met a tragic fate. Europe had the same pattern. But far from a simple imitation of European models, Tagore introduced new duties of men and women with the defense of Bengali traditions. Tagore's dramatic heroines in *Mrinalini*, *Uma* and *Mrinal* were not just put on pedestal, but on stages in theaters in Bengal. These female characters were bold and socially defiant for a new age. Mrinmayi was a tomboy, Uma literate and stoic, Mrinalini sarcastic and independent in theatre in newer presentation. The new ideas in Tagore dramas became ideal development at the turn of the 20th century that seems to be new and socially encouraging. To put in Tagore's words, "True modernism is freedom of mind, not slavery to taste."

This advanced emancipatory theme was depicted in Tagore's many plays and theaters, spanning from 1881 to 1939. His first public appearance as an actor was in his published play known as *Valmiki Pratibha* that was a musical based on the legendary author of the *Ramayana*. It was staged at the famous Jorasanko residence in 1881 before Bankim Chandra Chatterjee and Sir Gurudas Banerjee. But his plays, *Raja O Rani* or *Cirakumar Sabha* were not popular during his lifetime in the Calcutta theatre. His *Valmiki Pratibha* (1881) was expressed through many lovely songs and the story was submerged in nice songs and melodious music. His successful *Raktakarabi* was highly realistic. It showed Western values and ideas. In its dramatic version, the King realizes how he became a prisoner of his own power; he kills the unseen rebel Ranjan and is forced by Ranjan's companion Nandini, being the symbol of youth, beauty, and freedom. King asks: "Nandini: You will come out with me; would not?" Impressed by the appeal, Nandini replies: "I will." There are several interesting features of Rabindranath as a noted producer and actor in Bengal.

First, Rabindranath emphasized on realistic representation after fashion changed to newer content, a kind of modernity. His niece Devi Chowdhurani wrote, "In the early period of our stages, themes were sets in Western models." By the time Tagore produced *Dakghar* (1817), he produced newer characters that were presented at Jorasako stage where audience included Mahatma Gandhi, Tilak, Annie Besant; the themes set up "a house belonging to a lower middle-class villager." Indeed, *Dak Ghar* with death as, in Tagore's words, "spiritual freedom" from the "world of hoarded wealth and certified creeds."

Second, he did not like the pattern then available in Calcutta, and in 1902 he wrote in the *Banga Darshan Patrika* that the art did not have to be subservient to the poetry or written words. He observed that he liked *Jatra* of Bengal. Then he explored a wide range of dramatic styles and emotions, including the use of *kirtanas*. About his famous *Dak Ghar* (post office), he did not follow the meaning of physical death, because he was concerned with death and the freedom from the world in which new vision would be born.

Third, Tagore in his stage performances and dramas projected the play of feeling and not of action. In 1890 he released what is known as the finest drama, *Visarjan*, or Sacrifice, which was an adaptation of *Rajarshi*, projecting a forthright denunciation of meaningless social superstitions and religious rites. The play depicted the historical events in the 17th century Udaipur. the Maharaja of Tripura was pitted against the wicked head priest Raghupati. His latter dramas were more philosophical and allegorical in nature. These included *Dak Ghara* and *Chandalika* (Untouchable Girl) was based on an ancient Buddhist legend describing how Ananda, Buddha's disciple, asks a tribal girl for drinking water.

Fourth, Tagore displayed enormous talent as an actor. However, professional theaters in Calcutta remained uninfluenced by his new plays. They had not much use of his plays. Thus, neither *Raktakarabi* nor *Muktadhara* was produced in Calcutta theaters. He wrote and set to music over 2000 lyrics and so it was natural that he would write operatic plays.

Last, although Tagore came to Calcutta and introduced plays occasionally, he staged his plays mostly in Santi Niketan, because he did not like the ways of the theatre in Calcutta. That is why he liked the *jatra* of rural Bengal. In *jatra* there was no forbidding separation of the actors from the spectators. "There is an easy bond of mutual trust between them which makes the success of the task in hand." In 1929, Tagore wrote that in the preface of *Tapti* "the adornment of the stage in modern European theatres by realistic sets and painted scene is an intrusion." Tagore pleaded for small intimate theatres that would provide a meeting place for only the scholars. His characters dramatized the characters which would be universal and earthly and common. That is why Utpal Dutta, a great actor, wrote that Tagore was a successful dramatist.



Tagore in Valmiki Pratibha with Indira Devi

Durgo Pujo - Ma Aschen

Mahalkshmi Venkatesh

The aromatic smell of Dhunuchi, the smoggy weather, the sound of bursting cap rolls on toy guns — the augmentation of pujo holidays forms an integral part of my childhood memories. Durgo Pujo is around the corner. The best part of the year, festivities all around, a sense of fun and frolic ... "Ma Aschen!" Everything seems to come to a standstill during Pujo. It's an electrifying feeling which only a Calcuttan can understand. Born into a traditional Tamil family it was a time to celebrate the union of the south Indian culture (Navratri/Golu) and the Bengali culture (Durgo Pujo). I was indeed lucky to grow up in an environment which was a fusion of the South and the East. The pandal constructions on every nook and corner would give me goosebumps. The beautiful lights put on the streets, the non-stop buzz at New Market and Gariahat, the unending stream of people in the metro stations. It was a time of the year to forget all your worries and immerse in the emotion called Durgo Pujo.

Panchami would be the day me and my childhood best friends, Rima and Shreya (how I miss them!), would plan our Pujo Parikrama within our neighborhood. We were not allowed to go too far by ourselves. The excitement on Shashti morning is unforgettable. No pressure of school exams and the so-called rat race. It was a five days' holiday from all stress and pain. A time to have heartfelt addas at the pujo pandal, to flaunt your new pujo shopping and to look the best. The sound of the dhak, the vivid view of the phuchka wallas and the never-ending crowd at the egg roll stalls. It used to feel as if the entire city was yours and the entire pada was your family. The resonating sound of the purohit from the pandals saying the mantras as loud as he could to make sure that all the adda-prone youth gather in the pujo pandal to give anjali.

My day would start with Amma's musical "Lalita Sahasranamam" chanting at home and end with "Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namoh Namaha" at the pujo pandal. Just before Sashti, wherever you go the standard sentence would be: "pujor pore." The lovely prosad at the pujo pandal would be simply awesome. Hot khichudi with a dollop of ghee and labra on shaal patha would just make your day. As a child, I remember being totally spooked by Mahisasur. I would try to affix my gaze on Ma Durga, Ganesh, Karthik, Saraswati, and Laxmi and try to believe that the Asur does not exist in the big picture. Visiting pujo pandals at Mudiali, Rashbehari, and Behala would be my favorite since those trips would be accompanied with visits to relatives and cousins. Meeting my cousins would add to the fun and festive feeling. Growing up in Kolkata is a blessing in itself but the communal harmony is at its peak during this time.

Bhashan would be fun in its own way but then it would be a reminder of the end of the celebration. Shindoor Khela would be an important event before Bhashan. The sound of processions of Durga Ma going back home would be heart rending but the sound of the band, music, loudspeaker at full blast would put back a happy feeling, reminding you that Kali Pujo is just around the corner! I am miles away from Kolkata. It's been 17 years since I witnessed the magic of Durgo Pujo. I relive those days by narrating the events from my deeply etched memories to my twins. They enjoy Golu/Navratri celebration at home. They see Ma Durga in my Golu display and ask me to tell them more stories of my days in Kolkata during Durga



Puja. I grew up in this lovely city not knowing that I am building memories of a lifetime which I will remember through the tales to my twin boys.

A big thanks to the BA DFW-Bengali community in Dallas to help me relive those magical days back home!! I really appreciate the community putting together a nice online cultural event during these difficult Corona times. Ma Aschen and all will be fine. Durgo Pujo this year will bring more positivity and peace for sure!!!





Contentment by Korok Chatterjee

হাসি

মাধুরী বসু

কোথায় হারিয়ে ছিলাম সেই সহজ হাসি
সেই রামধনু দেখার উল্লাস!
পথ চলতে চলতে, দেখতে দেখতে, কখন গেল সে মিলিয়ে?
এখন পথের শেষে এসে দেখি হারায় নি তো সে,
লুকিয়ে আছে আমারই বুকের মানিকদের মাঝে।



ভাল থেকেো

সুবিমল চক্রবর্তী

ভাল থেকেো মন, মনোরম বন, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো আয়ু, সুশীতল বায়ু, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো সাধ, সাগর অগাধ, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো তুমি, উর্বর ভূমি, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো সুর, শালিখের ঝাঁক ।
ভাল থেকেো গান, গাঙটির বাঁক ।
ভাল থেকেো ।

ভাল থেকেো দেখা, দিগন্ত রেখা, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো ভাব, জলভরা ডাব, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো স্নেহ, হরিনীর গেহ, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো মায়া, বনানীর ছায়া, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো প্রেম, মেঘের কাজল ।
ভাল থেকেো চলা, ফল ও ফসল ।
ভাল থেকেো ।

ভাল থেকেো জ্ঞান, শৈলের ধ্যান, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো বোধ, ধরণীর ক্রোধ, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো ছোঁয়া, কুহেলীর ধোঁয়া, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো হাসি, তৃণ রাশি রাশি, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো মান, সাগরের ঢেউ ।
ভাল থেকেো চাওয়া, কুকুরের ঘেউ ।
ভাল থেকেো ।

ভাল থেকেো শিশু, পাখি আর পশু, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো নারী, তৃষাণার বারি, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো নর, নীল চাঁদ বড়, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো জায়া, বনানীর মায়া, ভাল থেকেো ।
ভাল থেকেো সবে, মেঘ মল্লার । ভাল থেকেো সুর, কমলিনী হার ।
ভাল থেকেো, ভাল থেকেো, ভাল থেকেো ।



বোধন

পুলক ঘোষ

শরতের আগমনে প্রকৃতি মায়াচ্ছন্ন। নীল দিগন্তে তুলোর মতো প্রবাহিত মেঘ।
পুকুরে পুষ্পিত পদ্ম, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ।
কাশবনে পাখিদের কলরব, ধানের শীষে শিশিরবিন্দু।
এমনি এক শিশির ভেজা প্রভাতে মহামায়া মায়ের আবির্ভাব।
এ এক অপরূপ মুহূর্ত, এই মুহূর্তের জন্য মানুষ কত দিন, কত কাল প্রতীক্ষমান।
মায়ের আসায় সারা ব্রহ্মাণ্ড যেন উৎসবময়,
সমগ্র প্রকৃতি ও তার প্রাণী এই মুহূর্তের অপেক্ষায় অধীর।
মানুষ তার জীবনের জ্বালা, যন্ত্রনা, দুঃখ, কষ্ট সব ভুলে মার বোধন কর্মে একত্রিত।
পিতৃপক্ষের পর মা সপরিবারে কৈলাশ থেকে মর্তে আসে তার অসংখ্য সন্তানের আহ্বানে।
মায়ের আসায় মানুষের কত আশা, ভরসা, কত আবেদন নিবেদন।
মানুষের বিশ্বাস মায়ের চরণ স্পর্শে, এ ধরায় জরা, খড়া, মহামারীর অবসান অনিবার্য।
মা তোমার সন্তানেরা আজ জর্জরিত, ভীত, শোকাতুর, মহামারিগ্রস্ত।
তুমি একমাত্র তাদের আশা ভরসা, তাই তো তারা আপনজন হারিয়েও তোমার বোধন আয়োজনে
সম্মিলিত আজ।
মা তুমি তো দেবতাদের অভয় দান দিয়েছিলে,
দশপ্রহরণধারিনী, অভয়াশক্তি হয়ে মহিষাসুর বধ করে।
হে বরদা, অজরা, হে শরণময়ী শঙ্করী, তুমি পারো না তোমার সন্তানদের অভয় দিতে?
হে অসুরবিনাশিনী, তুমি কি পারো না অসংখ্য ছোট বড় সমস্যা রূপি অসুরদের নিঃশেষ করতে।
হে বলপ্রদায়িনী, তুমি পারো না তোমার সন্তানদের দিতে এক মহামন্ত্র?
যে মন্ত্রের উচ্চারণে নিরস্ত্র ও নিঃশেষ হবে এই অসংখ্য ছোট বড় সমস্যা রূপি অসুরেরা।
সেই মহা মন্ত্রে নির্মূল হবে এই মহামারী।
আর তা যদি না পারো করুণাময়ী, তবে কোন ভরসায় পাঠিয়ে ছিলে এই বিশ্ব চরাচরে।
আজ তোমার সন্তানদের তোমাকে প্রয়োজন মা,
আজ যদি তুমি তোমার সন্তানদের আর্তনাদ না শুনতে পাও,
আজ যদি তুমি তোমার সন্তানদের রক্ষা না করতে পারো।
আজ যদি এই বিশ্ব চরাচর কে বিনাশ থেকে না বাঁচাতে পারো।
তবে বুঝবো তুমি বলধারিনী, রিপুদলবারিনী, করুণাময়ী জগৎ জননী নও।



Authentic Bengali Recipes

Sati Mukherjee

Five recipes have been provided here which when assembled will provide a complete meal.

Lemon Rice

Ingredients:

1. Basmati Rice (1 1/2 cup)
2. Lemon Juice (one whole lemon)
3. Turmeric Powder (1 tablespoon)
4. Whole Coriander (1/2 spoon)
5. Cholar (chana) Daal (1 tablespoon)
6. Uradh Daal (1 tablespoon)
7. Shorshe (Mustard) (1/2 tablespoon)
8. Dry Whole Red Chili Peppers (3 pieces)
9. Oil (4 tablespoons)
10. Salt (as per taste)
11. Curry Leaves (10 pieces)



Method:

Soak Uradh and Cholar Daal for 3 hours and set aside. Cook rice and take the starch out. Add oil to heated pan on stove. When oil is hot, add whole coriander, shorshe (mustard), dry whole red chilli peppers, cholar and uradh daal, curry leaves. Stir fry for 2 minutes. Then add rice in pan. Add turmeric, salt (to taste) and lemon juice. Stir constantly for a few minutes until all ingredients are mixed properly. Serve hot.



Kumror Chhakka

Ingredients:

1. Pumpkin (500 grams)
2. Potatoes (200 grams)
3. Chola (1/2 cup)
4. Panch Puran (Five seeds) (1/2 tablespoon)
5. Hing (1/2 tablespoon)
6. Turmeric Powder (1/2 tablespoon)
7. Cooking Oil (4 tablespoons)



8. Coriander Powder (2 tablespoons)
9. Ginger Paste (1 tablespoon)
10. Ghee (1 tablespoon)
11. Garam Masala (1 tablespoon)
12. Bay Leaves (2 pieces)
13. Salt (to taste)
14. Sugar (1/2 tablespoon)
15. Dry Whole Red Chili peppers (2 pieces)

Method:

Cut pumpkin and potatoes into small cubes. Warm pan on stove and add oil. As oil heats up, add panch puran. Also add bay leaves and dry whole red chilli peppers. After the crackling of the spices, add pumpkin, potatoes and chola in pan. Add the remaining spices and cook for a while until potatoes turn brown. Add 1/2 cup water, salt and sugar. Once the pumpkin and potatoes are soft, add ghee and garam masala to the mix. Make sure all spices are absorbed by the contents in the pan.

Serve with luchi or paratha for best experience.



Prawn Malai Curry

Ingredients:

1. Prawn (10 pieces)
2. Plain Yogurt (1/2 cup)
3. Coconut milk (1 can)
4. Butter (1 stick)
5. Tomato puree (4 tablespoons)
6. Onion paste (4 tablespoons)
7. Ginger / Garlic Paste (4 tablespoons)
8. Turmeric (1/2 tablespoon)
9. Coriander powder (1 tablespoon)
10. Green chili (4 pieces)
11. Red chili powder (1 tablespoon)
12. Cashew paste (2 tablespoons)
13. Oil (2 tablespoons)
14. Whole cinnamon sticks (2 sticks)
15. Whole cardamom (4 pieces)
16. Whole cloves (4 pieces)
17. Garam masala (1 tablespoon)
18. Lemon juice (2 tablespoons)



19. Sugar (1 ½ tablespoons)

20. Salt (to taste)

Method:

Clean and devein the prawns. Marinate the prawns with yogurt, tomato puree, turmeric, green chili, red chili pepper, cashew paste, oil, lemon juice, salt and sugar.

Heat up a large skillet. Add butter, whole cinnamon, cardamom and cloves. Then fry the onion and ginger / garlic paste along with coriander powder.

After 5 minutes add the marinated prawn to the skillet and turn the heat to high. Add coconut milk and cook for 10-12 minutes.

When the gravy is thickened, add garam masala.



Murgi Irani

Ingredients:

1. Chicken (1 1/2 pound)
2. Ghee or butter (2 tablespoons)
3. Kashmiri chilli powder (2 tablespoons)
4. Yoghurt (1/2 cup)
5. Ginger paste (2tbs)
6. Garlic paste (2tbs)
7. Cashewnut paste (3 tbs)
8. Cream (1/2 cup)
9. Chopped onion (1/2 cup)
10. Keora water (1 tbs)
11. Lime juice (1 tbs)
12. Big cardamon with skin
roasted and crushed (5 pieces)
13. Salt and sugar (to taste)



Note: Mix one teaspoon keora essence mix with one tablespoon plain water for getting the best taste

Method:

Marinate chicken with all ingredients except chopped onion, butter, cream, Keora water and big cardamon. Heat the butter in a pan and chopped onion and big cardamon. Fry till golden brown then add marinaded chicken. Stir and cook. Cover and cook in low heat. When chicken is tender remove from stove and add cream and keora water. Sprinkle lime juice while serving.



Mango Sandesh

Ingredients:

1. Paneer or chhana (250 grams)
2. Soft Khoa Khir (250 grams)
3. Sugar (200 grams)
4. Cardamom Powder (1/2 tbsp)
5. Dry Mango Slices (aamsotto) (16 slices)
6. Rose Water (1/4 tbsp)



Method:

Mix paneer and sugar together and put it in a pan on low heat. When sugar and paneer are well mixed, add khoa khir and cardamom powder and cook for 6 minutes. Add rose water. Mix well and turn off the heat. Let the mix cool. Then take the mixture and make 16 ball shaped lumps. Press each lump with the palm of your hands and make them into thick flat oval or mango shapes. Then add a slice of mango (or aamsotto) between two such oval shaped pieces and add one slice of mango on top. Repeat the same thing with the remaining mix and create 8 mango sandesh.



Koraishutir Kochuri

Shampa Ganguli

Ingredients

For the stuffing:

Fresh shelled green peas: 2 lbs

Ginger: 1&1/2 inches

Green chillies: 4 to 5

Garam masala (dry roasted and ground): comprising of 5 green cardamoms, 1 inch of cinnamon stick, 5 cloves

For the puri/kochuri:

White refined flour/maida: 1 pound

Ghee/clarified butter: 6 to 8 tsps

Salt: 1 tsp

Lukewarm water: about one cup.

For frying:

About 2 cups oil mixed with approx. 1/4 cup of ghee.

Method:

Make the dough by mixing the maida, salt and melted ghee well together. To this slowly add lukewarm water to bind the dough. Add water in small quantities to make a dough that's a little tight. This dough has to be kneaded for at least 20 to 25 minutes. It then turns smooth and soft. It needs to have some elasticity. Cover and keep it aside for a while.

Grind the shelled green peas with the ginger and green chillies into a coarse paste in the grinder, preferably without added water. Grind for about 2 mins, then give it a mix with a spatula, and if some peas remain whole, grind it again for another few mins.

The garam masala, if roasted whole, can be ground along with the peas, at this stage.

In a wok/kadhai pour in about 4 tsps of ghee. Let it heat up well, reduce heat and add in the peas' mixture. Fry it well, stirring repeatedly so that it doesn't burn. The mixture turns a dark brownish green color. After about 7 to 10 mins. Add the salt as per taste and about 2 tsps of sugar. Mix well.

Check the salt/sugar/chillies at this point. Since the mixture is a stuffing. it will mellow down in taste after being stuffed. So, at this point all spices should be a little extra. When the peas mixture has changed color and is completely dry set it aside to cool. The garam masala, if not added while grinding, and if available in powdered form, should be added and mixed in at this stage. It is advisable to make the peas stuffing a day in advance so that the spices blend into the peas well.



Now for the Kochuris:

Divide the dough into roughly 15 to 20 equal balls and the completely cooled peas mixture into an equal number of smaller sized balls for stuffing. Left over stuffing can be reused later.

Take a ball of dough and gently make a crater in the centre with your thumb. Or you may roll it out into a small circle and then place the stuffing and close the dough up around it. Ensure that there are no cracks. Roll it between your palms gently. Then apply a little oil to the dough and roll it out on a flat surface with your rolling pin. About a 3" diameter is perfect.

In a wok/kadhai, heat up a mixture of oil and ghee - enough so that the kochuri can be deep fried. When the oil smokes, reduce the heat to medium low and put in the kochuri. Cook on one side, and when it floats, flip over. Cook both sides till crisp. These kochuris do not absorb any oil.

Serve them hot. They can be eaten by themselves or with chholar daal or alur dum.



FROM OUR YOUNGER MEMBERS
ছোটদের থেকে



Ma Durga by: Advik Anand (6 years)



ছুটি নয়, ছুটি তাও (আমাদের কবিতা)

স্তুতি ভট্টাচার্য্য ও শর্মিলা রায়

বসে আছি বাড়িতে
তাকিয়ে ঘড়িতে

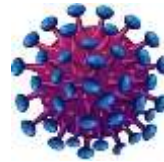
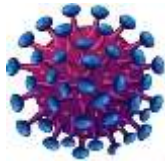
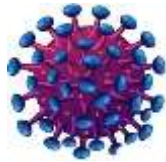
স্কুল নেই, ক্লাস নেই,
রাস্তায় গাড়ি নেই

ছুটি ছুটি করে মন,
ছুটে যাই কি কারণ?
বেরোনো তো বারণ!

ঘরে বসে খাস্তা - কচুরির নাস্তা
রাতে হবে pasta

ছুটি নয়, ছুটি তাও
enjoy করে নাও

পৃথিবী কি থেমে থাকে,
পড়বো আবার সেই পাঁকে!
তখন আর বলোনা
“ছুটি আর এলোনা!”





The Cursed Souls

By Rishit Anand

Hudson Black could not have ever been as freaked as he was then, reading the paper in his hands that he was certain was a warning that his death was near:

Nice try, but danger still awaits.

Mr. Black had been pursued by monsters that were supposed to be fictional ever since he had tried taking a walk in the woods beside his house for the first time. Rarely had he made encounters with the beasts, but he always knew he was being watched. He'd been enough of a socially-awkward, paranoid, half mentally-broken person before he had met horrifying creatures outside of his home. He moved from his old house to an apartment here in hope that the number of people in New York would have kept the beasts away. However, judging from the threat note in his hands, apparently not.

While Mr. Black hadn't been harmed yet, but only warned over and over about some peril that would end him, he still didn't think he would sleep peacefully ever.

Why do I even try to avoid these things? Mr. Black was thinking dejectedly, when a woman from the moving service startled him by asking if he needed help with his luggage.

"Oh... No thanks." was Mr. Black's answer.

After the woman left, Mr. Black picked up the note on the ground and read it a final time. He sighed dreadfully as he shoved it into his pocket and picked up his bags.

Mr. Black carried his suitcases to the door and opened the room, still thinking of what the note could possibly mean. If this 'danger' was worse than what Mr. Black had already experienced with the creatures he had seen in the woods and through his journey here to New York, he probably would curl up under a rock for the rest of his life.

As Mr. Black came inside, he looked up and his heart skipped more beats than was probably normal. He wanted to scream, but he had gasped so hard, he didn't have enough breath.

Because, in his apartment, resting on the couch, was a translucent old man in his 90's (probably), sipping from a mug of frothy beer. And behind him was another old translucent, cloudy man, this time running on a treadmill. And beside him.... well, the room was actually filled with these palely colored people with fatigued looks on their faces. Something told Mr. Black that these people had been here longer that it looked like they had. One of them noticed him, and told the others, "Oh look, another one's here to die." To this, an awkward silence followed.

It was probably Mr. Black's scared expression that made the same man query, "Wait, can you see us?"

Mr. Black said nothing. All he did was stay frozen, topple backwards, and black out.

Mr. Black's eyes began to flicker, which caught the attention of the first man he had seen earlier. "Hey, people! He's waking!"

The rest briskly surrounded the unconscious fellow, and the noise stirred him. When Mr. Black opened his eyes, he almost collapsed again in fright. With his feet, he slid himself as far from the weird old people as he could, even going through one or two, until he slammed his back into a wall.

“What are you, vampires?” Mr. Black demanded, as he reached into his left pocket for a handful of garlic that he stowed for exactly these kinds of occasions.

“Vampires?” a woman asked, offended. “Do we *look* like vampires to—?”

“Ghosts.” another one interrupted solemnly. “We’re not with the rest because we’re cursed souls.”

“Cursed souls? Rest?” Mr. Black was growing more and more scared of his situation. But then he remembered something. “... Wait, ghosts? So, you can’t hurt me?”

“Hurting does not always need touching, but it’s not us you should worry about.” was a ghost’s warning reply.

Mr. Black was about to ask why he could suddenly see dead people, but the ghost with the beer beat him to it. “But who are you, and why can you see us? No one, not even the people running from the ABCD have seen us. Unless seeing the dead is your inhuman skill?”

“I honestly don’t know what you’re talking about. The ABCD?”

“Acrid, beastly, cryptic, demons.” When Mr. Black shot a confused look, the man retorted, “What, you think you can come up with better acronyms? And they *are* demons. I can tell you probably haven’t seen them, because you’re still alive. You didn’t put up even a little fight to the minions they sent, so they didn’t see the need to come torture and curse you. The only cool part about being like us is that we get to do things like this.” To demonstrate, the ghost stuck out his hand, snapped his wrist, and a tablelamp went flying and crashed into a wall.

Mr. Black didn’t know what to say. He wasn’t going crazy; other people were having the same problems! He had one more question to ask, however. “Are any of you trying to help those people? They have lives.”

To this, an uncomfortable silence fell across the room. “We’re dead now. There’s nothing we can do about it.”

Mr. Black was riled up now. It turned out that all these ghosts ever did was lazily and selfishly sit in rooms. “Just because you can keep existing doesn’t mean others can. And don’t pretend that chased humans are fine. I heard you say I was going to die right after I came in here! The bottom line is, people are going to be affected by this ABC group, and you don’t care.” Every widened eye in the room was on Mr. Black.

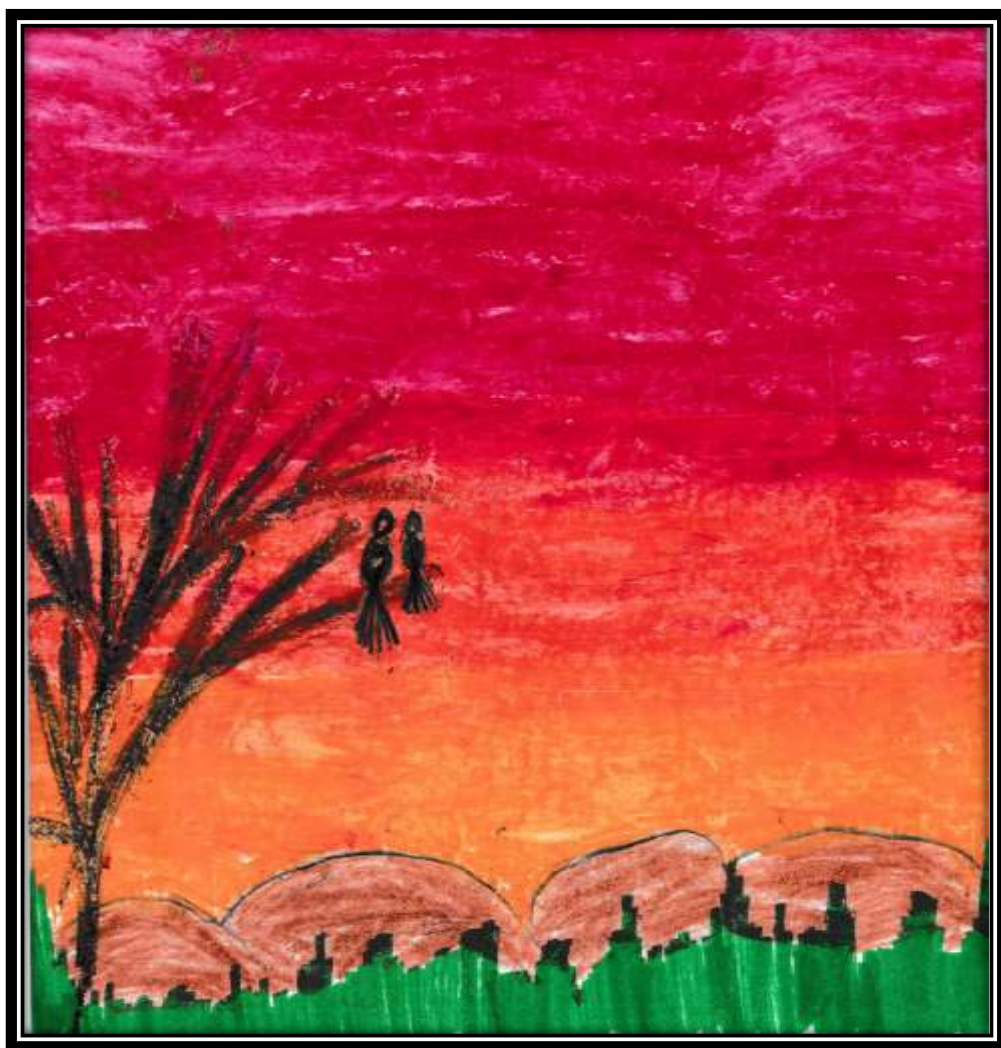
Breaking the silence, someone talked. “Well... what do you say we do, Ralph?” he asked the treadmill ghost. Apparently, the ghost on the treadmill was a ‘leading figure’ in the ghosts of this room. Ralph kept his eyes on Mr. Black. He nervously scratched his pale, ghostly neck, but after a few moments, he straightened up and looked at the rest of the souls in the room. “I say we help.” he declared, taking note of Mr. Black’s helpless expression. “There’s no need for any more cursed ones.”

It was obvious that nobody (other than Mr. Black) liked Ralph’s response, but when Ralph added “We’re actually getting the chance to *do* something after, like, 50 years.”, the negative veil covering the ghost’s faces lifted. Seemingly, Ralph knew how to convince dead people. But then, one of the last ghosts to agree asked “What now?”

“For that,” Hudson Black spoke again, “We head to the woods. We’re going hunting. Alphabet hunting.”

To be concluded...





Drawings by: Aniya Sen Paul (6 years)



কুচারা

আরুশি চৌধুরি

এই গ্রীষ্মকালে আমরা দক্ষিণ কলোরাডোর একটা ছোট্ট শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম যার নাম কুচারা। আমরা দশ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম! কুচারা খুব সুন্দর এবং নিরিবিলি জায়গা দশ হাজার ফিটে। ওটা Sangre de Cristo পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এবং ওর চার পাশে San Isabel National Forest ছড়িয়ে। Cucharas নদী ওখান দিয়ে বয়ে যায়। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হল Spanish Peaks যেগুলো ধূসর রঙের এবং প্রায় সব জায়গা থেকে দেখা যায়। আমার সব থেকে মজা হয়েছে জন্তু জানওয়ার দেখে। ওখানে অনেক গরু আর হরিণ দেখলাম। একটা ছোট্ট ভাল্লুক ও দেখেছিলাম। আমরা অনেক hike ও করলাম ওখানকার পাহাড়ে এবং জঙ্গলে। বেশ কিছু সুন্দর লেক ও দেখলাম। খুব ভাল করে বেড়ালাম আর আনন্দ করলাম। আমি আবার কুচারা যেতে চাই।



The tiger

The tiger is fierce and majestic,
it certainly isn't domestic .

Striped with black on it's coat of yellow,
it's roar is louder than any bellow.

In the food chain you'll see it at the top,
it's so soundless it's doesn't make a plop,

With fur-matted paws

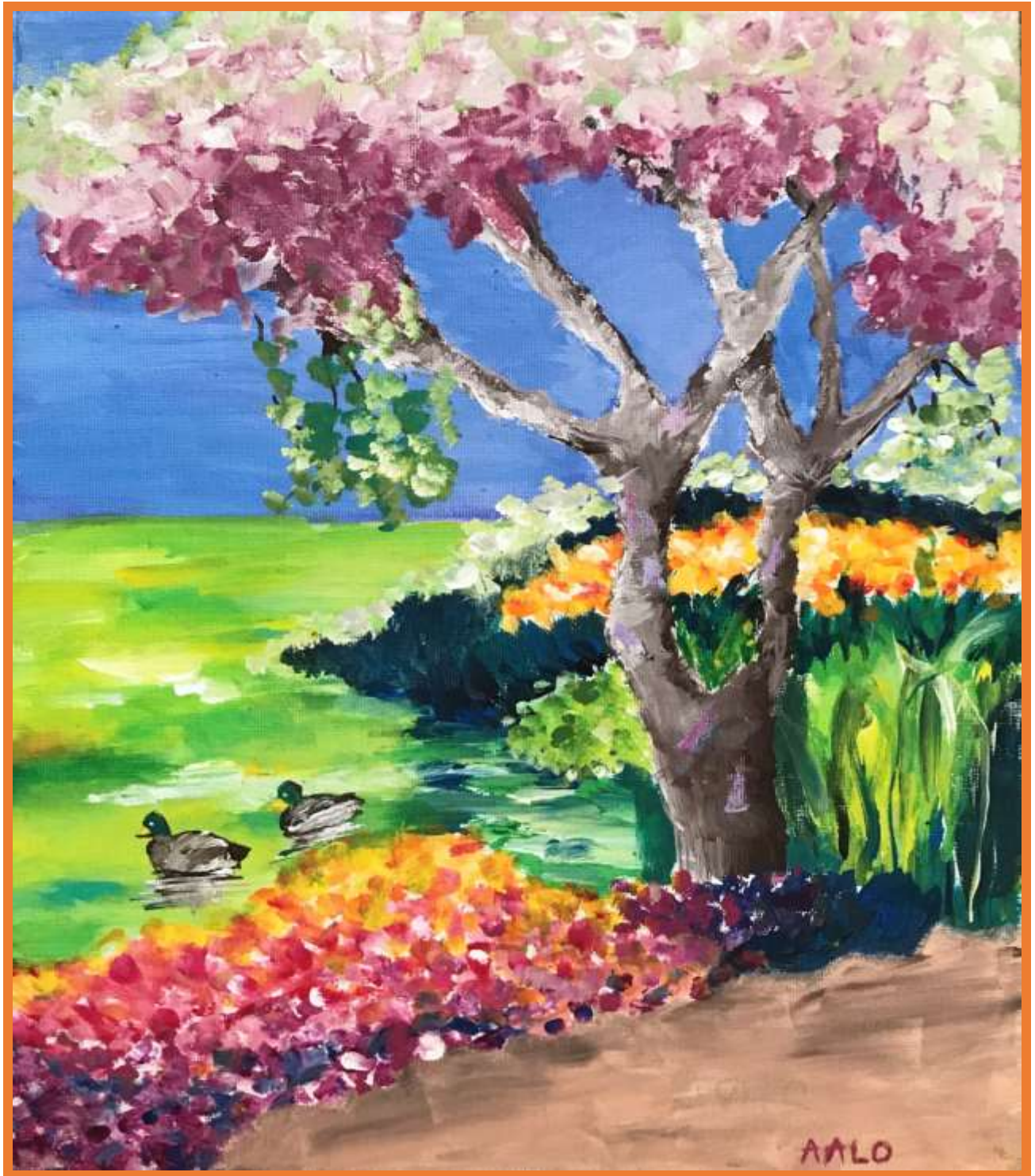
and long,sharp retractable claws

It is still endangered by poachers and habitat loss.

So if you see a tiger don't make it cross.

Written By: Amon Sarbadhikari (9 years)





Butchart Gardens by: Aalo Chaudhary

March Madness
by Stuti Bhattacharya

March Madness

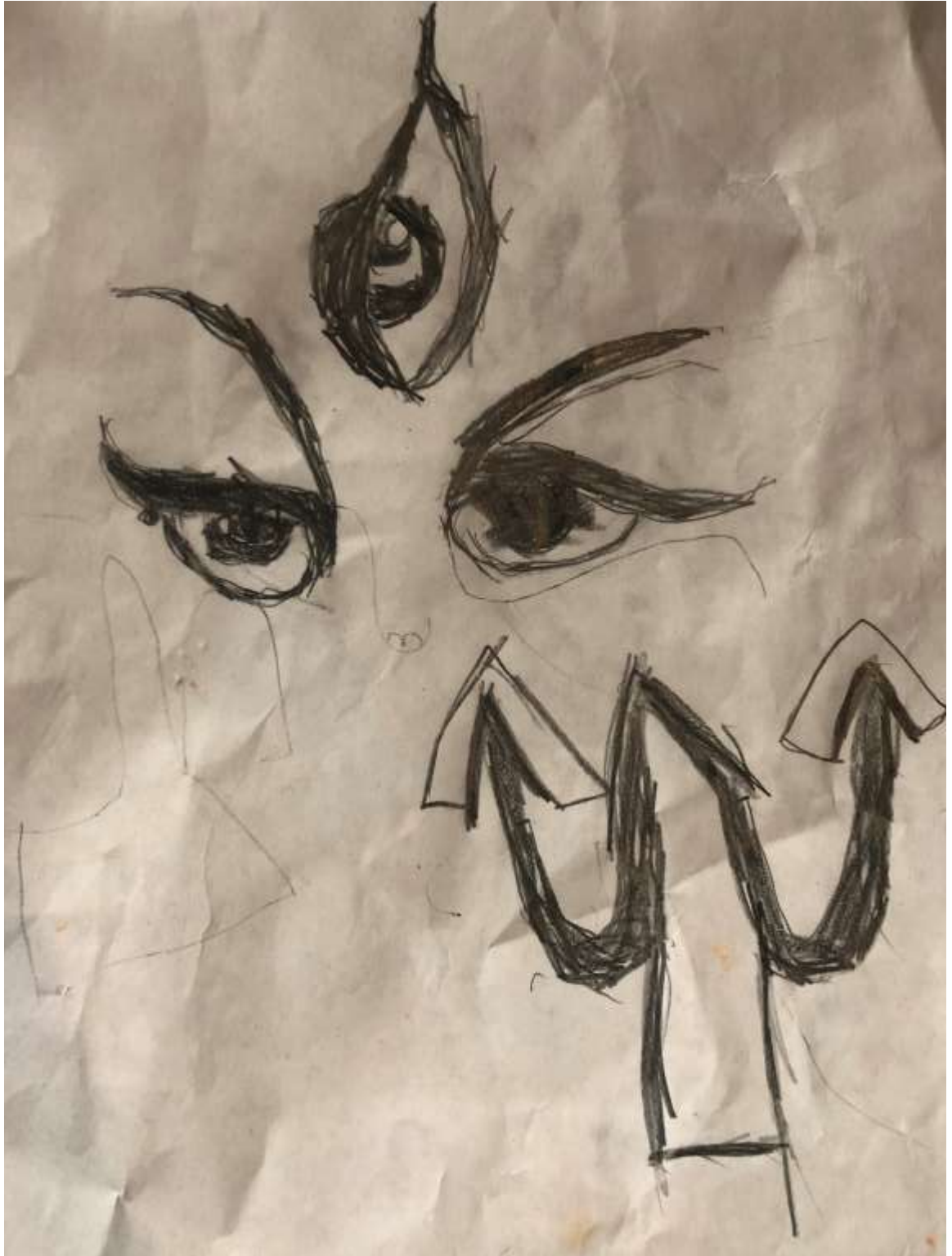
In the month of March
The whole world is in search
For the cure to a virus
Which suddenly came around us
But kids are happy
To spend time with their family
Although inside a house
We are happy to browse
All the free storybooks
In our cozy nooks.





***Drawings by:
Aniya Sen Paul (6
years)***





Durga by Aadit Sarbadhikari (5 years)